বিশ্ব-জ্ঞান

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদিত

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের
ভূমিকা সহ।

সোল এজেণ্ট :

যোগেন্দ্র পাব্‌লিশিং হাউস

সালিখা, হাওড়া।

প্রকাশক—শ্রীঘনদেব গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণী সাহিত্য-মন্দির
১০৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া

বৈশাখ, ১৩৪৪

মূল্য—ছয় আনা

প্রিণ্টার—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক
জুবিলী প্রেস
১৪, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজেব ভূতপূর্ব্ব ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপক
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের

ভূমিকা

বিশ্বসংসারে অনেক তত্ত্ব এই পুস্তিকায সন্নিবেশিত হইযাছে। সকল বিষয়ের সংবাদ একাধারে প্রদান করা অসম্ভব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঙলাদেশে এতাবৎকাল এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই, অথচ এই প্রকার পুস্তকের প্রযোজন যে খুবই বেশী, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই পুস্তকটীর বিষয়গুলি সংগ্রহ কবিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিশেষে উত্তব সহ প্রশ্নমালা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি এবং উপকৃত হইযাছি। আমাব বিশ্বাস, সাধারণ ছাত্রমহলে ও সাধারণ পাঠক মহলে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে। আমাদের স্কুল ও কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহিব হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সময় সময় সামান্য বিষয়েব অভিজ্ঞতার অভাব দেখিলে চমৎকৃত এবং শঙ্কিত হইতে হয়। এই পুস্তক পাঠে সেই অনভিজ্ঞতা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। আশীর্ব্বাদ কবি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করতঃ অধিকতর যশো লাভ করুন।

নিবেদন

বাঙলার অনেক প্রতিভবান ছেলেরাও বিশ্বের বিশেষ আবশ্যকীয় অনেক সংবাদ জ্ঞাত থাকে না। তাহাদের জ্ঞানের সীমা প্রায়শঃ তাহাদের পাঠ্য পুস্তকেব মধ্যেই নিবদ্ধ। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে অনেক ভুল করিয়া বসেন। ট্রামকারের অনেক অভিজাত আরোহীকেও অনবরত ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী থামাইবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া থাকিতে দেখা যায়। ট্রামকার থামাইবার কি সঙ্কেত তাঁহারা খুব সম্ভব জানেন না। নানা বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা তরুণদের কৌতূহলী প্রাণে অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার বস্তুর বাঙলায় নিতান্ত অভাব।

পাশ্চাত্য দেশে ছেলেদিগকে বিশ্বের সংবাদ অবগত করাইবার জন্য অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে ও প্রতিবৎসরেরই নব নব জ্ঞান সম্পদ লইয়া নব নব পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের দেশে এই সম্পর্কে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একটা অঙ্গুলির করে গণনা করা যায়। আমরা এই বইখানি প্রকাশ করিয়া এই গণনার একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম মাত্র।

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু কুলাইয়াছে, আমরা বইখানির সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার প্রযাস পাইয়াছি। বইখানি পড়িয়া ছেলেরা কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে জানিতে পারিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

বহু সাময়িক সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র এবং অনেক মণীষি রচিত নানাবিধগ্রন্থ হইতে এই বইখানির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি। এই জন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীঘনদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব-জ্ঞান

জেনে রাখ ঃ—

১

সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। পৃথিবীতে পূর্ণিমাহীন মাস। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসটি বিশেষ স্মরণীয় মাস। এই মাসে একটিও পূর্ণিমা ছিল না। এই সালের জানুয়ারী মাসে দুইটি ও মার্চ্চ মাসে দুইটি করিয়া পূর্ণিমা ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা কদাচিতই ঘটে। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—আগামী ২৫০০,০০০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা আর ঘটিবে না।

২

বাঁশ ঝাড়ের বয়স ত্রিশ বৎসর না হইলে সে ঝাড়ের বাঁশে ফুল হয় না। এই ফুল হইতে ধান্যের মত প্রচুর একরূপ বীজ পাওয়া যায়। ১৪১২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই বীজ খাইয়া বহু দরিদ্র লোক বাঁচিয়া গিয়াছিল।

৩

১৪৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ এড্ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ইংলণ্ডেই সর্ব্ব-প্রথম পোষ্ট অফিসের প্রবর্ত্তণ হয়। তখন কেবল সরকারী চিঠি পত্রই এই পোষ্ট অফিস দ্বারা চালিত হইত। ১৬৩৫ খৃঃ রাজা প্রথম চার্ল্সই ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডের মধ্যে পত্রাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ঘোড়ার ডাকেই চিঠি পত্রাদি চালিত করা হইত। পথে মাঝে ঘোড়া বদল করিবার আস্তাবল থাকিত। মাইল প্রতি আড়াই পেন্স মাশুল নির্দ্ধারিত ছিল। ১৬৪৯ খৃঃ ইংলণ্ডের সব জায়গায় সপ্তাহে একবার করিয়া ডাক বিলির ব্যবস্থা মিঃ ক্রমওয়েলই প্রবর্ত্তণ করেন। তারপর হইতে ক্রমশঃ উন্নতির পথ ধরিয়া সাড়ে তিনশত বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমানে এই ডাকঘর পৃথিবীর একটা পরম কল্যাণজনক প্রতিষ্ঠানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

৪

পৃথিবীর সব জায়গায় প্রায়শঃ গাভীতে দুধ দেয়, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ভেন্জুয়েলার অনুর্ব্বর প্রদেশে গাছে দুধ দেয়। সে দেশে এক প্রকার বিশালকায় গাছ জন্মায়, এই গাছের নাম "মিল্কট্রি" বা দুগ্ধবৃক্ষ। গাছগুলি উচ্চে ১০০' হইতে ১২৫' ফিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মূল দেশ হইতে ৩০' কি ৪০' ফিটের মধ্যে কোন ডাল পালা জন্মে না। প্রকৃতির এমন আশ্চর্য্য বিধান যে ভেন্জুয়েলার এ জলহীন মরুভূমির মধ্যে এই বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। নিকটস্থ অধিবাসিগণ

এই গাছের গুড়িতে একটা গর্ত্তের মত করে বা একটুখানি গভীর ভাবে কিছু স্থান চিরিয়া দেয়। এই ক্ষত স্থান হইতে দুই এক দিন ধরিয়া অনবরত দুধের মত শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হইতে থাকে। এই রস দুধের মতই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

৫

চারবৎসর পূর্ব্বে চীনের মহাপ্রাচীরের উপর জাপানীদের উড়ো জাহাজ হতে বোমা বর্ষিত হয়। সে আঘাতের ফলে প্রাচীরের একটা স্থান গভীর ভাবে ফাটিয়া যায়। এই ফাটা স্থানের ইটের স্তূপের মধ্যে একটা পেটিকা পাওয়া গিয়াছে। এই পেটিকার ভিতর একখানা পাণ্ডুলিপি ছিল। এই পাণ্ডুলিপি-খানিতে মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভের গুপ্তরহস্য লেখা আছে। চীনে "সাইপ্রাস" নামক একপ্রকার বৃক্ষ আছে। এ বৃক্ষের রস পানে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে বলিয়া চীনাদের বিশ্বাস। জগতে সাইপ্রাস বৃক্ষ হইতে দীর্ঘজীবী বৃক্ষ আর নাই। এই পাণ্ডুলিপিখানিতে সাইপ্রাস বৃক্ষের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন কালে চীন-দেশের রাজারা এই বৃক্ষের রস পান করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেন।

চীনের জেচোয়ান প্রদেশে লিঙ-চাঙ-উন্ নামক ২৫২ বৎসরের এক বৃদ্ধ আছেন বলিয়া শুনা যায়। সাইপ্রাস বৃক্ষের রস পান করিয়াই নাকি ইনি এমন দীর্ঘজীবী।

৬

শুক্রবাবের ইতিহাস

শুক্রবারে জর্জ্জ ওয়াশিংটন জন্ম গ্রহণ করেন।

শুক্রবারে বিসমার্ক ও গ্লেড্‌ষ্টোন মারা যান।

শুক্রবারে হাড্‌সন নদী আবিস্কৃত হয়।

শুক্রবারে ইংলণ্ডে ষ্টাম্প আইন প্রচলিত হয়।

শুক্রবারে কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কার করেন।

শুক্রবারে স্পেনিস "আরমেডার" আক্রমণ হইতে ইংলণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা টমাস সাটন জন্ম গ্রহণ করেন।

শুক্রবারে এলেকজেণ্ডার ভন্ হামবোল্ট্ "চ্যিন্‌বারজো পর্ব্বতের ১৯,২০০ ফিট উঁচু শৃঙ্গে আরোহন করেন।

শুক্রবারে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রী জন কোবটকে উত্তর আমেরিকা আবিস্কারের অনুমতি পত্র দান করেন।

৭

তাস খেলার ইতিহাস

পণ্ডিত ডাঃ স্নুনীতি চট্টোপাধ্যায় গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন তাসখেলা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তখন তাসের সংখ্যা ছিল ৯৬ হইতে ১২০, বর্ত্তমান তাসের হরতন, ইস্কাপন, চিড়েতন ও রুহিতনের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় তাসে পদ্ম, শঙ্খ, গদা, বৃত্ত ও দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। তারপর ১৮শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তাস খেলার প্রচলন হয়।

৮

জর্জ্জওয়াশিংটন গত শতাব্দীর শেষ বৎসরে, শেষ মাসের, শেষ সপ্তাহের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় মারা যান।

৯

আবিষ্কারের ইতিহাস

১।	১৮৩৯ খৃঃ	ফ্রান্সের ডাগার ও ন্যেপ	ফটোগ্রাফি
২।	১৮৮৯ ,,	আমেরিকার ইষ্টম্যেন	আলোকচিত্রফিল্ম
৩।	১৮৭৬ ,,	,, গ্রেহামবেল	টেলিফোন
৪।	১৮৩৫ ,,	,, মরস	টেলিগ্রাম
৫।	১৭৯৩ ,,	ইংলণ্ডের ওয়াট	বাষ্পীয় এঞ্জিন
৬।	১৮১৪ ,,	,, ষ্টিফেনসন্	রেলওয়ে এঞ্জিন
৭।	১৯০০ ,,	জার্ম্মেনীর গ্রাফ্ জেপেলিন	উড়োজাহাজ
৮।	১৭৮৩ ,,	ইংলণ্ডের মণ্টোগোলফার	ব্যোমযান
৯।	১৮৯৬ ,,	ইটালীর মার্কণী	বেতারযন্ত্র
১০।	১৮৭৭ ,,	আমেরিকার এডিসন	গ্রামোফন
১১।	১৮৯৫ ,,	জার্ম্মনীর রন্জেন	এক্সরে
১২।	১৫৯০ ,,	ইংলণ্ডের জানসেন	অনুবিক্ষণ
১৩।	১৬০৮ ,,	,, লিপারসিম্	দূরবিক্ষণ
১৪।	১৮৩৫ ,,	আমেরিকার কোল্ট	রিভলবার
১৫।	১৮০০ ,,	সুইডেনের এলফ্রেড্ নোবল	ডিনেমাইট
১৬।	১৭৭৭ ,,	জার্ম্মনীর বুস্নেল	টর্পেডো
১৭।	১৪৭৭ ,,	পিটার হেলী	পকেটঘড়ি

১৮। ১৯০৩ „ ফ্রান্সের মেডোনকুরী রেডিয়ম
১৯। ১৬০৯ „ „ ড্রেভেল থারমোমিট্যার
২০। ১৬৪১ „ জার্ম্মনীর টরিসোলা বেরোমিটার
২১। ১৭৯৮ „ ইংলণ্ডের গ্লেনোফ্লিস্ন ছাপারযন্ত্র
২২। ১৩০০ „ সেন্‌ভিলো ডিগলি-আরমাটি চশমা
২৩। ১৮৩০ „ ফ্রান্সের থিস্‌নিয়ার সেলাইকল

১০

(ক) আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

(খ) আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থায় শব্দ সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট বেগে ভ্রমণ করে।

১১

যিশুখৃষ্ট জন্মবার ২৭৩৭ বৎসর পূর্ব্বে চীনের সম্রাট চীন-পুঙ্গ কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম 'চা'র ব্যবহার প্রচলন হয়।

১২

প্রফেসার পিক্‌কার্ড তাঁর নিজের তৈয়ারি বেলুনে ৫৫, ৪৪০ ফিট্, আর সাইরিল অ্যান্‌ষ্টাইন তার এরোপ্লেনে ৪৩, ৯৭৬ ফিট্ প্রায় আট মাইলের কাছাকাছি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। একটি মানুষহীন বেলুন ২২ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

১৩

ইংরেজী মাসের নাম রহস্য

ইয়োরোপের মধ্যে রোমানেরাই ছিলেন প্রাচীন সভ্যজাতি।

ইংরেজী মাসগুলির নামকরণ তাঁহারাই করিয়াছিলেন তাঁহাদের তখনকার দেবতা, ও সম্রাট গণের নাম অনুসারে।

জানুয়ারী—এই নামটি দেবতা "জেনাসের" নাম অনুসারে হইয়াছে। বৎসরে যেমন বারটি মাস, দেবতা "জেনাসের" মন্দিরে আরো বারটি দেবতা ছিল। রোমানেরা কোন শুভ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এই দেবতার পূজা দিয়া আসিত!

ফেব্রুয়ারী—পুরাকালে রোমানেরা এমন দিনে "ফেব্রুয়া" নামক একটা উৎসব করিতেন। এই উৎসবের নাম অনুসারে এই মাসের নাম ফেব্রুয়ারী হইয়াছে। এই উৎসব করিয়া রোমানেরা ধর্ম্মে শুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন।

মার্চ্চ—রোমানদের রণদেবতা "মার্‌স" এর নাম অনুসারে এই মাসের নাম মার্চ্চ হইয়াছে। এই সময় দেশে ঝড় বৃষ্টির ভীষণ দুর্য্যোগ নামিত। প্রকৃতির এই রণমূর্ত্তি অবলম্বনে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

এপ্রেল—"এপ্রেল" শব্দের অর্থ—খুলিয়া দেওয়া। শীত ও বর্ষার অবসানে রোম দেশে বসন্তকাল আসিত। এই সময় গাছে, গাছে ফুল সম্ভার লইয়া শ্যাম পল্লব ঝল্‌মল্ করিত। আকাশের উপর নির্ম্মল নীলের আভা, মনে হইত পৃথিবীর কুজ্ঝটিকা ও মেঘের সমস্ত আচ্ছাদন খুলিয়া গিয়াছে, তাই রোমানেরা এই মাসের এপ্রেল নামাকরণ করে।

মে—"মেইয়া" নামিকা প্রাচীন রোমানদের উপস্যা দেবীর নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ 'মে' হইয়াছে। 'মেইয়া'

দেবী দেবতা "এট্‌লাসের" কন্যা। রোমানদের বিশ্বাস ছিল এই "এট্‌লাস" দেবতা সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘাড়ে করিয়া রাখিয়াছেন।

জুন—রোমান দেবী "জুনো"র নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন রোমের বিখ্যাত বংশ "জুনিয়াসের" নাম অনুসারে এই মাসের নাম জুন হইয়াছে।

জুলাই—রোমের বিখ্যাত সম্রাট "জুলিয়াস্ সিজার" নাম অনুসারে এই মাসের নাম জুলাই হইয়াছে।

পূর্ব্বে রোমানদের বৎসর আরম্ভ হইত মার্চ্চ মাস হইতে সম্রাট জুলিয়াস সিজার পঞ্জিকার সংস্কার করাইয়া জনুয়ারীকেই বৎসরের প্রথম মাস করেন। তাঁহার নামকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে মাসে এই গণনা সংস্কার করাইয়াছিলেন সেই মাসের নাম রাখিলেন—"জুলাই"।

আগষ্ট—জুলিয়াস সিজারের প্রপৌত্র সম্রাট "অগষ্টাসের" নাম অনুসারে এই মাসের নাম আগষ্ট হইয়াছে।

সেপ্‌টেম্বর—"সেপ্‌টেম্বর" শব্দের অর্থ—সাত। পূর্ব্বে যখন মার্চ্চ মাস হইতে রোমানেরা বৎসর গণনা করিত তখন এই মাসটা ছিল সপ্তম মাস, তাই এই মাসের নামকরণ হইয়াছিল "সেপ্‌টেম্বর"। সম্রাট সিজার সংস্কার করাইয়া মাসগুলিকে বদলাইলেন কিন্তু মাসের নাম গুলি বদলাইলেন না। সেই জন্য সেপ্‌টেম্বর মাস এখন বৎসরের নবম্ মাস হইলেও তাহার পূর্ব্ব নাম সপ্তম অর্থাৎ সেপ্‌টেম্বর রহিয়া গিয়াছে।

অক্টোবর—"অক্টোবর" শব্দের অর্থ অষ্টম। এই মাসটি পূর্ব্বে বৎসরের অষ্টম মাস ছিল বলিয়া, "অক্টোবর" নামকরণ করা হইয়াছিল।

নবেম্বর—"নবেম্বর" শব্দের অর্থ নবম। এই মাস এখন বৎসরের একাদশ মাস হইলেও পূর্ব্ব নামকরণ অনুসারে নবম অর্থাৎ নবেম্বর রহিয়া গিয়াছে।

ডিসেম্বর—"ডিসেম্বর" শব্দের অর্থ দশ। পূর্ব্বে এই মাস দশম মাস ছিল বলিয়া, এই মাসের নাম ডিসেম্বর হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই কয়টি মাস যে ভুল নামকরণে চলিতেছে তাহা বোধহয় যুগান্তরেও আর সংশোধন হইবে না।

১৪

বাঙলা মাসের নাম রহস্য

বাঙলা মাসের নামকরণ গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে।

বৈশাখ—যে মাসে "বিশাখা" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় সে মাসকে চান্দ্র বৈশাখ বলে। সূর্য্য মেষরাশিতে অবস্থান কালে প্রায়শঃ এইরূপ সংঘটিত হয় বলিয়া এখন পণ্ডিতগণ এই মাসের নাম সৌর বৈশাখ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে "জ্যেষ্ঠা" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, এই জন্য এই মাসের নামকরণ করা হইয়াছে—জ্যৈষ্ঠ। এই মাসে সূর্য্য বৃষ রাশিতে অবস্থান করেন।

আষাঢ়—যে মাসে প্রায়শঃ "পূর্ব্বাষাঢ়া" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় সে মাসের নাম আষাঢ় করা হইয়াছে। এই মাসে সূর্য্য মিথুন রাশিতে অবস্থান করেন।

শ্রাবণ—এই মাসে "শ্রবণা" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় তাই এই মাসের নাম শ্রাবণ। সূর্য্য এই মাসে কর্কট রাশিতে অবস্থান করেন।

ভাদ্র—"পূর্ব্বভাদ্রপদ" নক্ষত্রে এইমাসে পূর্ণিমার অন্ত হয় তাই মাসের নাম ভাদ্র। এই মাসে সূর্য্য সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন।

আশ্বিন—এই মাসে সাধারণতঃ "অশ্বিনী" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়। এই মাসে সূর্য্য কন্যা রাশিতে অবস্থান করেন।

কার্ত্তিক—"কৃত্তিকা" নক্ষত্রে এই মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয় তাই এ মাসের নাম কার্ত্তিক। এই মাসে সূর্য্য তুলা রাশিতে অবস্থান করেন।

অগ্রহায়ণ—"মৃগশিরা নক্ষত্রে এই মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয়, এই সময় সূর্য্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করেন।

এই মাসের নামকরণের সঙ্গে নক্ষত্র বা রাশির সাদৃশ্য নাই, ইংরেজী বৎসর যেমন প্রাচীনকালে "মার্চ্চ" মাস হইতে আরম্ভ হইত, সেইরূপ এই "অগ্রহায়ণ" মাস ছিল বৎসরের প্রথম মাস। বৎসরের সকল মাসের অগ্র মাস বলিয়া এই মাসের

নাম "অগ্রহায়ণ"। বর্ত্তমানে যদিও এই মাস অষ্টম মাস, তবু ইহার পূর্ব্ব নাম রহিয়া গিয়াছে।

পৌষ—প্রায়শঃ "পুষ্যা" নক্ষত্রে এই মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয় বলিয়া এই মাসের নাম পৌষ। ধনু রাশিতে এই মাসে সূর্য্য অবস্থান করেন।

মাঘ—সাধারণত এই মাসে "মঘা" নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় বলিয়া এই মাসের নাম মাঘ। এই মাসে সূর্য্য মকর রাশিতে অবস্থান করেন।

ফাল্‌গুন—এই মাসে "পূর্ব্বফাল্গুণী" নক্ষত্রে প্রায়শঃ পূর্ণিমার অন্ত হয়, এই জন্য এই মাসের নামকরণ হইয়াছে ফাল্গুন। এই মাসের সূর্য্যের স্থিতিকাল কুম্ভ রাশিতে।

চৈত্র—"চিত্রা" নক্ষত্রে এই মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাই এই মাসের নাম চৈত্র। সূর্য্য এই মাসে মীন রাশিতে অবস্থান করেন।

১৫

১। যীশুখৃষ্টের জন্মদিন হইতে ইংরেজী সনের আরম্ভ।

২। শক নরপতি "কণিষ্কের" রাজত্ব কাল হইতে "শকাব্দা" গননা করা হইতেছে।

৩। মহম্মদের মদিনা গমনের দিন হইতে মুসলমানী বৎসর "হিজরী"র আরম্ভ।

১৬

(ক) পৃথিবী ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৬ সেকেণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

(খ) চন্দ্র ২৭ দিন, ৮ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

১৭

দেহ বিজ্ঞান

(ক) শিশুদের দেহে প্রায় ৭০ ভাগ জল। যুবকদের দেহে ৬৫ ভাগ, এবং বৃদ্ধদের দেহে মাত্র ৫৭ ভাগ জলীয় অংশ।

শিশুদের মুখ যে এত কোমল দেখায় জলের আধিক্যই তার প্রধান কারণ।

(খ) মানুষের চর্ম্মের উপর ২০০০,০০০ সংখ্যারও বেশী ছিদ্র আছে এই ছিদ্রের ভিতর দিয়াই ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

(গ) মানুষের শরীরের রক্তের ওজন মানুষের নিজ ওজনের ২০ ভাগের এক ভাগ। সমস্ত রক্ত "হার্টের" ভিতর মিনিটে একবার করিয়া যায়। রক্তের গতিবেগ ঘণ্টায় সাত মাইলেরও বেশী।

(ঘ) একবারের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমরা প্রায় ১৫ আউন্স হাওয়া গ্রহণ করি।

(ঙ) পাকস্থলিতে প্রত্যহ প্রায় ৯ পাউণ্ড হজমীরস নির্গত হয়। পাকস্থলির আয়তনে প্রায় ৫ পিণ্ট জল ধরে।

(চ) মানুষের শরীরে ৫২৭ এর চেয়ে বেশী মাংসপেশী আছে, শিরা ও স্নায়ুগুলির সখ্যাও প্রায় ততগুলি।

(ছ) পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ পুরুষের 'হার্ট' মিনিটে ৭০ বার স্পন্দিত হয়। শিশু ও স্ত্রীলোকদের 'হার্টের স্পন্দন আরো কিছু বেশী।

(জ) সাধারণত বলিষ্ঠ ও সুগঠিত মানুষের 'হার্টের' স্পন্দন একটুকু কম। রোগা ও দুর্ব্বল লোকের 'হার্টের' স্পন্দন কিছু দ্রুত।

(ঝ) জ্বর হইলে 'হার্টের' স্পন্দন দ্রুত হয়। প্রতি ১ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধিতে মিনিটে ১০টি স্পন্দন বেশী হয়।

(ঞ) অপেক্ষাকৃত শীতলরক্ত বিশিষ্ট প্রাণীর 'হার্ট' মিনিটে ২৫ বার হইতে ৪৫ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়।

(ট) উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়ার 'হার্টের' স্পন্দন একটু ধীরে মিনিটে ৪০ বার মাত্র।

(ঠ) হাওয়ার চাপের পরিবর্ত্তনে হার্টের স্পন্দনও পরিবর্ত্তিত হয়। পাহাড়ে কিংবা উঁচু জায়গায় উঠিলে হাওয়ার চাপ কমিয়া যায় এই জন্য হার্টের" স্পন্দন কিছু দ্রুত হয়।

"হার্টের" স্পন্দনে যে পরিমান শক্তি একঘণ্টায় ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ, একটা ৫টন ৪ হন্দর ওজনের জিনিসকে এক ফুট উচ্চে তুলিতে যে পরিমান শক্তির প্রয়োজন হয় প্রায় তাহার সমান।

(ড) হাই ওঠার কারণ ফুস্‌ফুসের মধ্যে হাওয়ার অভাব হওয়া। আমাদের শরীর অবসাদে ঝিমাইয়া আসিলে কিংবা আমাদের ঘুম পাইলে আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস অজ্ঞাত সারে থামিয়া যায়, এই সময় ফুস্‌ফুসে হওয়ার অভাব হয়।

এই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমাদের মুখের, গলার, ও বুকের পেশী সমূহে হঠাৎ আপনা হইতে সঙ্কোচনের অদম্য ইচ্ছা জন্মে, তাহারই ফলে আমারা জোরে হাঁ করিয়া খানিকটা হওয়া ভিতরে টানিয়া লই, ইহারই নাম হাইওঠা।

(ঢ) আমাদের দেহের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন কতকগুলি পেশী আছে কাহারো হাই উঠিতে দেখিলে এই পেশীগুলি আপনা হইতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া হাই তুলিতে থাকে।

(ণ) মানুষের দেহে ২০৬টি অস্থি আছে।

(ত) আমাদের শরীরের শত ভাগের ১৫ ভাগ চর্ব্বি। কোন কোন ব্যক্তির শরীরে অত্যাধিক চর্ব্বি দেখা যায়।

পূর্ণবয়স্কলোক মিনিটে ১৫ হইতে ১৮ বার শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, নব প্রসূত শিশুর ইহার দ্বিগুণ।

১৮

জীব জন্তু সম্পর্কে

(১) হাতীর শুঁড়ে ৪০,০০০ হাজার মাংস পেশী আছে। এতগুলি মাংস পেশী থাকার দরুণ হাতী তাহার শুঁড়টি অসংখ্য ভঙ্গীমায় নাড়া চাড়া করিতে পারে।

(২) আমরা শুধু সামনের দিকে ও দুই পার্শ্বে খানিকটা দেখিতে পাই, পিছনে দেখিতে হইলে জোর করিয়া মাথা ঘুরাইতে হয়। কতকগুলি জন্তুর চোখ এমন জায়গায় অবস্থিত যে তাহারা মাথা না নাড়িয়াই সামনে, পিছনে,

পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পায়। খরগোশ, ঘোড়া ও জিরাফ প্রভৃতি জন্তুরা ঘাড় না ফিরাইয়া সব দিকে দেখিতে পায়।

(৩) মাছ ঘুমাইবার সময় চোখ মেলিয়া ঘুমায়।

(৪) কচ্ছপের দাঁত নাই।

(৫) সাপ জিভ দিয়া শব্দ শোনে।

(৬) স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে গণ্ডারের চামড়াই সব চেয়ে মোটা ও শক্ত। প্রাচীনকালে এই জন্য গণ্ডারের চামড়া দিয়া ঢাল তৈয়ারি করিয়া যুদ্ধের সময় সৈন্যেরা অসির বা শূলের আঘাত হইতে আত্ম রক্ষা করিত।

গণ্ডারের চামড়ার পরেই স্থূল চামড়া হইল আফ্রিকার "হিপো পোটেমাস" নামক জন্তুর। কিন্তু স্থূলত্বে তিমি মাছের চামড়ার কাছে আর কেন চামড়াই লাগে না। তিমির চামড়া ২০' ইঞ্চি হইতে প্রায় ২ফিট পর্য্যন্ত পুরু হয়, কিন্তু তিমির চামড়া খুব শক্ত নয়। একটা বড় তিমি মাছের ছাল ছাড়াইয়া ওজন করিলে ৩০ টনের উপর হয়।

(৭) বিভক্ত খুরওয়ালা জন্তু মাত্রই জাবর কাটে।

(৮) টিয়া জাতীয় পাখীর উপর ও নীচের দুইটি ঠোঁটই নাড়িতে পারে ? অন্য পাখীরা শুধু একটা ঠোঁট নাড়িতে পারে।

(৯) ঘোড়ার ভ্রূ নাই। যে ঘোড়ার চোখের কোন সাদা সে ঘোড়া প্রায়ই দুষ্ট হয়।

(১০) বেঙ্‌এর গঠন এমনি যে হাঁ করিয়া থাকিলে নিশ্বাস

লইতে পারে না। হাঁ করিয়া কতক্ষণ থাকিলে দম আটকাইয়া মরিয়া যায়।

(১১) সব জন্তুই অল্প বিস্তর সাঁতার কাটিতে পারে। শূয়র কিন্তু সাধারনত পারে না। জলে পড়িলে প্রায় মরিয়া যায়।

(১২) খরগোশের চোখেরপাতা না থাকার দরুণ চোখ বুজিতে পারেনা। তবে একটা পাতলা পর্দ্দা আছে, ঘুম আসিলে সেইটি চোখের উপর নামিয়া আসিয়া চোখ ঢাকিয়া দেয়।

(১৩) হরিণের নাসারন্ধ্র ছাড়াও নিশ্বাস লইবার অপর পথ আছে। ব্রাঘ্র বা অপর হিংস্র জন্তুর তাড়া খাইয়া যখন হরিণ ছুটিতে থাকে তখন এই পথ দিয়াও জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া লয়। দৌড়িবার সময় ফুস ফুসে যত টুকু হাওয়ার দরকার শুধু নাসা রন্ধ্র দিয়া টানিয়া লইলে সে হাওয়া পূর্ণ হয় না।

(১৪) মাছগুলি তাহাদের খাদ্য গিলিয়া খায়। শ্বাস, প্রশ্বাসের জন্য তাহাদের মুখ অহরহঃ খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়। বেশীক্ষণ বন্ধ করিয়া থাকিবার উপায় নাই। না গিলিয়া খাইলে মুখ খুলিলেই খাবার বাহির হইয়া আসে।

(১৫) বহুরূপী নামক টিক্‌টিকির মত সরিস্প প্রাণীগুলি আত্মরক্ষার জন্য মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে তাহাদের গায়ের রঙ্‌ বদলায়।

(১৬) উটের পিঠে যে মস্ত কুঁজ আছে তাহাতে এক প্রকার চর্ব্বি জমা থাকে, বেশীদিন অনাহারে থাকিলেও এই চর্ব্বি

হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা হয় ও দেহ পুষ্ট থাকে, এই সময় তাহাদের কুঁজ ছোট হইয়া যায়।

উটের পেটের মধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য আলাদা থলিও থাকে, এই থলিতে তাহারা জল জমা করিয়া রাখে, যখন জলহীন মরুভূমির মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন তাহাদের চলিতে হয়, তখন এই জলাধারের জলই তাহাদের পিপাসার শান্তি করে।

(১৭) পেঁচকের চোখ দুইটি সর্ব্বদা স্থির থাকে। অন্য পাখীদের মত তাহারা চোখের তারা ঘুরাইতে পারে না, তবে অন্য পাখীদের চেয়ে মাথাটি বেশী ঘুরাইতে পারে।

(১৮) ভেড়ার উপরের পাটিতে দাঁত থাকে না।

(১৯) দুম্বা নামক ভেড়া জাতীয় জন্তুর লেজের গোড়ায় এত মাংস ও চর্ব্বি জমিয়া পিণ্ডাকার হইয়া থাকে যে তাহার ওজন, তাহাদের শরীরের ওজনের কাছাকাছি হয়।

(২০) দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে এক শ্রেণীর দুর্দ্দান্ত পিপীলিকা আছে; ইহাদের আকৃতি অতিশয় বৃহৎ,—দৈর্ঘে প্রায় এক ইঞ্চি। ইহারা পিঁপড়ে গোষ্ঠীর মধ্যে "বুল্‌ডগ"। ইহাদের দংশন ভীষণ, কামড়াইয়া ধরিলে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না।

(২১) কুমীরের নিকট হরিদ্রা ভয়ঙ্কর বিষ। তাহাদের শরীরের মধ্যে হরিদ্রার গুড়া প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া যায়। হলুদ মাখিয়া জলে নামিলে, তাহার গন্ধে কুমীর পলাইয়া যায়।

(২২) কার্ব্বলিক এসিড বা হলুদের গুড়া ঘরের আশে পাশে ছড়াইয়া দিলে সাপের ভয় থাকে না। এই দুইটী দ্রব্যের গন্ধ সাপ মোটেই সহ্য করিতে পারে না।

(২৩) পাখীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন পাখীর নাম আর্কেওপটিরিক্স (Archecopteryx) ইহাদের লেজ হাড়, মাংস ও পালকে তৈয়ারি ছিল।

(২৪) পৃথিবীতে মানুষ জন্মাবাব পূর্ব্বে ঘোড়াগুলি দেখিতে প্রায় শিয়ালেব মত ছিল।

(২৫) পৃথিবীর অতি প্রাচীন পাখীর নাম ছিল "অক্-পিরো-ড্যাক্‌টিল"।

(২৬) সুইজার্‌লেণ্ডের ডাক্তার "বাম্" ভাবতের নন্দী পাহাড়ে "টাডিগাভা" নামক এক প্রকাব অভিনব কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছেন, এই কীটাণুগুলি দীর্ঘদিন মৃতাবস্থায় থাকিয়া একেবারে শুষ্ক হইয়া গেলেও পুনঃ জল স্পর্শ করিবা মাত্র বাঁচিয়া উঠে।

(২৭) মহাযুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মান অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকায় একটা প্রকাণ্ড প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। তাহার গলা ও মস্তক ৪০ ফিট্ লম্বা, লেজটি ৮০ ফিট্। কচ্ছপের মত চারিটি পা আছে, পৃষ্ঠ দেশের আকৃতিও কচ্ছপের মত, কিন্তু কচ্ছপের মত শক্ত কঠিন ঢাল নাই।

(২৮) ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে পৃথিবীতে অনেক জাতীয় পাখীর দাঁত ছিল। এখন কোনও জাতীয় পাখীর দাঁত নাই।

উটপাখীর মত তখন এক প্রকার পাখী ছিল, ইহাদের অবয়ব উটপাখীর প্রায় দ্বিগুণ, উড়িতে পারিত না কিন্তু সাঁতার কাটাতে পারিত, দুপাটি দাঁত ছিল তাই দিয়া তাহারা মাছ ধরিয়া কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইত।

(২৯) পৃথিবীর প্রাচীনতম যুগে বৃহৎ কায় বিশিষ্ট এক প্রকার হাঙ্গর ছিল, তাহাদের দাঁতের সংখ্যা ২০০ শত, লম্বায় ৮০ ফিট্।

(৩০) সায়ণ্টেফিক আমেরিকা নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় "স্পিডল" নামক এক প্রকার অদ্ভুত মাছের বর্ণনা আছে। এই মাছগুলি পাখীব মত শুষ্ক শৈবাল ও তৃণ লতা ইত্যাদি দিয়া অনুচ্চ গাছের ডালেব উপর বাসা নির্ম্মান করিয়া ডিম পারে। এবং ডিমে তা দেয়, মাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের কই মাছের মত। উত্তর ইয়োরোপে ও আমেরিকার কোন কোন স্থানে এই মাছ পাওয়া যায়।

১৯

কাপড়েব নাম রহস্য

মস্‌লিন—এসিয়ার "মুষল" দেশের নাম অনুসারে।

তাপতা—"তাব্‌বা"-নামক বাগ্‌দাদ সহরের একটা রাস্তার নাম হইতে।

ড্রাগেট—আয়র্লেণ্ডের "ড্রামেডা" নামক একটা সহরের নাম হইতে।

সাটিন—"স্যাটাউন্" নামক চীনের একটা পল্লীর নাম অনুসারে।

ভেল্‌ভেট্—এই শব্দটি লাটিন "ভেলুট" শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। লাটিনে "ভেলুট" শব্দের অর্থ—পশম।

সার্জ্জ—স্পেন দেশে এক রকম পশমী কম্বলের নাম "সার্জ্জ" এই নাম অনুসারে বিদেশী পশমী বস্ত্র মাত্রই "সার্জ্জ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

আল্‌পাকা—পেরু দেশে একপ্রকার লোমশ হরিণ পাওয়া যায়, সেই হরিণের নাম "আলপাকা"। এই হরিণের নাম অনুসারে লোমে প্রস্তুত সাটিন জাতীয় বস্ত্রের নাম হইয়াছে "আলপাকা"।

ক্যালিকো—ভারতবর্ষের "কালিকট" নামক দেশ হইতে এক প্রকার ছাপ দেওয়া সূতি কাপড় রপ্তানী হইত। সেই নাম অনুসারে এক প্রকার ছাপানো ছিটের নাম "ক্যেলিকো" হইয়াছে।

ব্ল্যাঙ্কেট—"টমাস ব্লেঙ্কেটের" নাম অনুসারে হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডের পশমী কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন।

২০

ভুল নামকরণ

TITMOUSE—is a bird ইঁদুর নয়। এক প্রকার পাখী।
BAFFINSBAY—is not a bay উপসাগর নয়।
SHREWMOUSE—is not mouse ইঁদুর নয়।

CATGUT—should be sheepgut বিড়ালের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ভেড়াব অন্ত্র হইতে প্রস্তুত হয়।

SEALING WAX—contains no wox. মোম মোটেই থাকে না

IRISH STEW—is a dish unknown in Ireland. আইরিশেবা এই খাদ্যের কথা অবগত নয়।

TURKISH BATHS—are unknown in Turkey এই স্নানাগাবেব বিষয় টার্কীর লোকেবা জ্ঞাত নয়।

DUTCH CLOCKS—are of German manufacture. জার্ম্মানীতেই এই ঘড়ী তৈয়ারি হয়।

RICE PAPER—is not made of rice or the rice plants. ধান বা ধান গাছের দ্বারা তৈয়াবি হয় না।

KIDGLOVES—are not made of kid but of lamb skin or sheep skin. ছাগল ছানার চামড়ায় ইহা তৈয়াবি হয় না, তৈয়ারি হয় ভেড়ার বাচ্চা বা ভেড়ার চামড়ায়।

GERMAN SILVER—is not a Silver at all nor of German origin but has been used in China for centuries. রূপা এই ধাতুটিতে এক বিন্দুও থাকে না। এবং জার্ম্মন দেশে উৎপন্নও নয়। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত চীন দেশেই ইহার প্রচলন আছে।

২১

ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর আমেরিকার হলিউড্ হইতে ১৫ লক্ষ টাকার 'ফিল্ম' বা ছায়াচিত্র আমদানী করে।

অনেকদিন পূর্ব্বে ইয়োরোপের "এল্পস্" (Alps) পাহাড়ে কালো রঙের বরফ পড়িয়াছিল। এই বরফ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাইতে লাগিলেন, অনেক গবেষণার পর ঠিক হইল যে "এট্না" নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ উদ্গারের সময় রাশি, রাশি ধূম ও অঙ্গার চূর্ণ বহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে হাঙ্গেরী রাজ্যেও কালো রঙের বরফ পড়িয়াছিল। ইহার কারণ,—কালো রঙের এক প্রকার ছোট ছোট পোকা বরফের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে মিশিয়া বরফের রঙ্‌কে কালো করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একবার হরিদ্রাবর্ণের বরফ পড়িয়াছিল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল-- গোবী মরুভূমির পীতবর্ণ ধূলা প্রবল বাতাসে উড়াইয়া আনিয়া সমুদ্রের পরপারের এই বরফ রাশিকে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে।

২২

ইংরেজী ১৯৩১ সালের গণনায় ভারতের লোক সংখ্যা—

হিন্দু—তেইশ কোটি, তিরাশি লক্ষ, ত্রিশ হাজার, আটশত, সতেরো জন।

মুসলমান—সাত কোটি, সাতাত্তর লক্ষ, তেতাল্লিশ হাজার, নয়শত, আটাস জন।

বৌদ্ধ—এক কোটি, সাত লক্ষ, ছিয়াশি হাজার, আটশত, নয় জন।

খ্রিষ্টান—উনষাট লক্ষ, একষট্টি হাজাব, সাতশত, চুরানব্বই জন।

শিখ—তেতাল্লিশ লক্ষ, ছয় হাজাব, চারশত, বিরানব্বই জন।

২৩

প্রথম বাঙালী

১। প্রথম বাঙালী "স্যাব" উপাধি পান—রাধাকান্ত দেব বাহাদুব

২। হাইকোর্টের প্রথম জজ—বমাপ্রসাদ রায়

৩। হাইকোর্টেব প্রথম চিফ্ জষ্টিস—রমেশচন্দ্র মিত্র

৪। হাইকোর্টেব আই, সি, এস প্রথম জজ—বিহাবীলাল গুপ্ত

৫। এরোপ্লেনেব প্রথম রমণী যাত্রী—বাণী মৃণালিনী

৬। ডিভিসনাল কমিশনার—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭। সার্জ্জন জেনারেল—কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী

৮। মুন্সেফ হইতে হাইকোর্টের জজ—প্রমোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। অ্যাড্ভোকেট জেনারেল—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১০। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

১১। খ্যাতনাম্নী ইংবেজী কবিতা রচয়িত্রী—তরু দত্ত

১২। পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ—জগদীশচন্দ্র বসু

১৩। ইংলণ্ডের লর্ড সভার সভা—লর্ড সিংহ

১৪। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত—মধুসূদন গুপ্ত

১৫। ইংরেজী কাব্য লেখক—কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৬। কংগ্রেসের মহিলা সভ্যা—স্বর্ণকুমারী দেবী

১৭। কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু

১৮। ইম্পিরিয়েল সার্ভিসে নাইট উপাধি—বসন্ত মল্লিক

১৯। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে কর্ণেল—কে, পি গুপ্ত

২০। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

২১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২২। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল—পি, কে, রায়

২৩। প্রথম গভর্ণর—লর্ড সিংহ

২৪। কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। নোবল প্রাইজ পান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬। বেলুনে উঠেন—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৭। ব্যারিষ্টারী পাশ করেন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

২৮। আই, সি, এস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ—অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৯। প্রথম আই, সি, এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০। কলিকাতার করোনার—সৈয়দ আমীর আলি

৩১। প্রথম বাঙালী মহিলা এম, এ—চন্দ্রমুখী বোস

৩২। বার্লিনের প্রথম মহিলা ডি, এস, সি—প্রভাবতী দাসগুপ্তা

৩৩। কলিকাতা কর্পোরেসনেব মেয়র--চিত্তরঞ্জন দাশ

৩৪। বিলাতে প্রথম ডাক্তাবী পাশ কবেন—গুডিভ চক্রবর্ত্তী

৩৫। কলিকাতাব সেরিফ—দিগম্বব মিত্র

৩৬। চীফ কোর্টের প্রথম জাষ্টিস্ --প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৭। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাইস চেন্সেলার—জি, এন, চক্রবর্ত্তী

৩৮। বাঙলা ভাষায় Short-hand প্রবর্ত্তক—দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

২৪

সৌব জগত সম্পর্কে

পৃথিবীর বয়স মোটামুটি ২১০ কোটি বৎসর বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। মাটী ও পাথরেব বিভিন্ন স্তব পরীক্ষা করিয়া তাঁহাবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানবিদ মনীষিগণ বলেন, পৃথিবীর বয়স ১৪০ কোটি বৎসরের বেশী নয়।

চন্দ্রেব বয়স ৪০০ কোটি বৎসর।

জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিতগণের মত,—কোন, কোন ধূমকেতু নৈসর্গিক কোনরূপ সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া যাইয়া টুকরো, টুকরো উল্কাপিণ্ডেব সৃষ্টি করে; প্রথম অবস্থায় এই গুলি শীতল থাকে। চলিতে চলিতে যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে তখন বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে গবম হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাদের

গতি মিনিটে ২০ মাইল। উল্কাপিণ্ডের কোনটীতে পাথর, কোনটিতে লৌহ ও নিকেল ইত্যাদি থাকে।

চন্দ্রের মত ধূমকেতু সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় না। তাহার নিজস্ব আলোক আছে,:তবে সে আলোক সূর্য্যের আলোর মত প্রখর নয়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্র ২,৪০০,০০ মাইল দূবে অবস্থিত। পৃথিবীব কোন শব্দ চন্দ্রমণ্ডলে পৌঁছেনা।

বড় বড নীহারিকাদের আকার স্প্রীংএর মত কুণ্ডলী পাকানো। ছায়াপথের বাহিবে যে সব নীহারিকা আছে সেগুলি প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড। তুইটি নীহারিকার সংবাদ জ্যোতির্ব্বিদেরা জানিতে পারিয়াছেন সে তুটি সূর্য্যের ও কোটি গুণ বড়।

পৃথিবী উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত ৭,৯০০ মাইল।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মত, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, তারা ইত্যাদির সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে সমস্ত ব্যাপিয়া ছিল, শুধু অতি বিশাল "ইথর" সমুদ্র। এই সমুদ্রের কম্পন হইতে বুদ্‌বুদের মত পদার্থ জমাট হইয়া Electron ও Protone (ইলেকটোন ও প্রোটন) সৃষ্টি করে। পরে এই তুইটি পদার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া এটম্ সৃষ্টি করে। লক্ষ কোটী বৎসর ধরিয়া এই "এটম" জড় হইতে হইতে গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও পৃথিবীর মত মণ্ডল সৃষ্টি করে।

পণ্ডিত আইনষ্টাইন কিন্তু বলেন, এই মত সম্পূর্ণ ঠিক নহে।

পণ্ডিতগণ বলেন মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মত প্রাণীদের বাস আছে। মঙ্গল গ্রহের 'মানুষেরা'ও পৃথিবীর মানুষের মত জ্ঞান

বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন তাহা মঙ্গল গ্রহের আলোক চিত্রের নানা কারুকার্যযুক্ত ছবি দেখিলে অনুভব করা যায়।

শুক্র গ্রহের কোন চন্দ্র নাই। পৃথিবীর একটি মাত্র চন্দ্র, মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির চারিটি ও শনির নয়টি চন্দ্র।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী ৯৩ লক্ষ মাইল দূরে।

মঙ্গল হইতে ১৪২ লক্ষ মাইল।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১১০ গুণ বড়। পৃথিবীব ব্যাস ৭,৯১৯ মাইল, কিন্তু সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৬,০০০ মাইল।

মঙ্গলগ্রহের ৬৮৬ দিনে এক বৎসর হয়।

চন্দ্রালোক সূর্য্যের আলোকের প্রতিবিম্ব মাত্র। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই চন্দ্রের ধূসর বর্ণের স্থান গুলি তাহার পুরাতন সমুদ্রের বেলাভূমি, বাকি অংশ পর্ব্বত, উপত্যকা আগ্নেয়গিরি, ও নানা রূপ গহ্বর ইত্যাদিতে পূর্ণ।

সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে যাইতে চন্দ্রের ২৯২ দিনের দরকার হয়।

২৫

পুরাকীর্ত্তি

চীনের প্রাচীর নির্ম্মিত হয় চীনের রাজা "চিংসিহংতি"র (Chinshihhungti) রাজত্ব কালে। লক্ষ লক্ষ কারাবাসীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়কের

নাম "মেঙ্গটিন্" (Mengtin)। এই প্রাচীর দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত, উচ্চতায় প্রায় ১৬½ হাত। প্রাচীরটির বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর।

কুড়ি হাজার রাজমিস্ত্রী কুড়ি বৎসর রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সমাধি মন্দির "তাজ মহলের" নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিল।

মিশরের "পিরামিডের" বয়স খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২৩০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত।

মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ "পিরামিডটি" গিজে (Gizeh) সহরে। ইহার নির্ম্মাতা সম্রাট "চেফু" (Chefu) উচ্চতায় এই "পিরামিডটি" ৪৮১ ফিট, আর চতুষ্কোণ ভিত্তির এক এক পার্শ্বের মাপ ৭৫৫ ফিট, গাঁথনি সমস্তই পাথরের, ১৩,০০,০০০ প্রস্তর খণ্ড তৈয়ারি করিতে লাগিয়াছে। এক একখানি পাথরের ওজন ২½ টন্। ভিত্তিগাত্রে যে প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার এক একটির ওজন ৪৬ হইতে ৪৭ টন্। এই পিরামিড তৈয়ারি করিতে এক লক্ষ লোকের প্রায় বিশ বৎসর লাগিয়াছিল। মিশরের "স্ফীঙ্কস"ও নির্ম্মিত হইয়াছিল "মেমফাইট সম্রাট খুকুর" আমলে।

"মোহন-জো-দারোর" নানা স্থানে মাটি খুঁড়িয়া যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নিশ্চয় অনুমান করা যায় যে বর্ত্তমান সালের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সভ্যতা বিশেষ উন্নত ছিল।

ইরাবতীর তীরে আধুনিক সিমলার কাছে "হারাপ্পায়" রূপের" নামক স্থানে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার বহু পুরাকীর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ব্যবিলোনের সভ্যতা কতদূর উন্নত ছিল মহাকাব্য "গিল্‌গোমেস্" হইতে পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির বয়স প্রায় ৪৫০০ বৎসর। ইহার মূল বিষয় বস্তু হইল "ইরেক' (Erech) রাজ্যের "গামিস্" নামক রাজার উপাখ্যান। গ্রন্থখানি বার খণ্ডে সমাপ্ত।

বেদের সব চেয়ে প্রাচীন ভাগ ও সবচেয়ে আধুনিক ভাগের মধ্যে দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। "ঋক্‌বেদের" সব চেয়ে প্রাচীন ভাগ খ্রীষ্ট জন্মাবার তিন হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বের লেখা, ইহার একবিংশতি শাখা। ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।

২৬

স্মরণীয় ঘটনার তারিখ

১।	বুদ্ধদেবের জন্ম—	খৃঃ পূ	৫৫৭
২।	আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ—	,,	৩২৭
৩।	অশোকের রাজ্যাভিষেক—	,,	২৭২
৪।	সম্রাট কনিষ্কের শকাব্দা প্রচলন—	খৃষ্টাব্দ	৭৮
৫।	চীন পরিব্রাজক "ফাহায়নের" ভারত ভ্রমণ		৩৯৪
৬।	চীন পরিব্রাজক "হিউএন্ সাংয়ের" ভারত ভ্রমণ		৬২৯
৭।	সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ	,,	১০০১

৮।	আলাউদ্দিনের চিতোর ধ্বংস	,,	১৩০৩
৯।	তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ	,,	১৩৯৮
১০।	সম্রাট আকবরের ভারত শাসন	,,	১৫৬০
১১।	শিবাজীর জন্ম	,,	১৬২৭
১২।	নাদিরশা কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ	,,	১৭৩৮
১৩।	বঙ্গদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)	,,	১৭৭০, ১১৭৬
১৪।	পলাশীর যুদ্ধ	,,	১৭৫৭
১৫।	বাঙালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	,,	১৭৯৩
১৬।	সিপাহী বিদ্রোহ	,,	১৮৫৭
১৭।	ইষ্টইণ্ডিয়া রাজত্বের অবসান	,,	১৮৫৮
১৮।	মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ		১৮৭৭
১৯।	দেশব্যাপী মহামারী (প্লেগ)	,,	১৮৯৬
২০।	বঙ্গ ভঙ্গ	,,	১৯০৪
২১।	সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু	,,	১৯১০
২২।	সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতাগম ও দিল্লীর দরবার		১৯১১
২৩।	বঙ্গ ভঙ্গ রদ		১৯০১
২৪।	বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ		১৯১৪
২৫।	সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু		১৯৩৬
২৬।	আবিসিনিয়ার যুদ্ধারম্ভ		১৯৩৫
২৭।	মহাত্মা গান্ধীর জন্ম		১৮৬৯
২৮।	অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ		১৯৩৬

২৭

নানা দেশীয় অভিনন্দন প্রশ্ন

১। ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা প্রথম দেখা হইলে এই অভিনন্দন করে—"How do you do ?"

২। ফরাসী দেশের লোকেরা যাহা বলে তাহার ইংরেজী অনুবাদ হইল—"How do you stand" ?

ইটালীদের—"How do you find yourself" ?

জার্ম্মানদের—"How do you fare" ?

রাশিয়ানদের—"May thy shadow never be less" ?

চীনাদের—"Have you eaten your rice" ?

মীশরীরদের—How do you perspire" ?

২৮

বর্ত্তমানে পৃথিবীর চারিখানি বৃহত্তম জাহাজের নাম

১।	নরম্যাঁদী	৮২,৭৯০ টন্
২।	কুইন মেরী	৮০,৭৭৪ টন্
৩।	মেজেষ্টিক	৫৬,০০০
৪।	বেরেনগারিয়া	৫২, ১০১ টন্

আট কোটি টাকা ব্যয়ে "কুইনমেরী নির্ম্মিত হইয়াছে। তিন লক্ষ লোক ইহার নির্ম্মাণে কাজ করিয়াছে, ৪০ হাজার টন্ ইস্পাত ইহাতে খরচ হইয়াছে ইহার ইঞ্জিনগুলি বিশ লক্ষ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট। ভোজন কক্ষটি এত প্রকাণ্ড যে তাহার মধ্যে

১১৫৪ টনের একখানা জাহাজ অনায়াসে লুকাইয়া রাখা যায়। আড়াই হাজার যাত্রি ইহাতে চড়িয়া বেশ আরামের সহিত সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারে।

একমাত্র ফরাসীদের জাহাজ "নবমাদী" এই জাহাজটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

২৯

ট্রাম গাড়ীর সঙ্কেত

(ক) একবার ঘণ্টা বাজানো থামিবার সঙ্কেত।

(খ) দুইবার বাজানো চলিবার সঙ্কেত।

রেল গাড়ীর সঙ্কেত

(ক) লাল আলো বা লাল পতাকা দেখাইলে থামিতে হইবে।

(খ) সবুজ আলো বা সবুজ পতাকা দেখানো চলিবার সঙ্কেত।

৩০

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

সংবাদ পত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। তখন গ্রেট বিটনে গৃহ যুদ্ধ চলিতেছিল।

ইংলণ্ডে প্রথম ছাপানো বিজ্ঞাপন বাহির করেন প্রসিদ্ধ মুদ্রাকর কোক্স্টন (Caxton)

প্রাচীন কালে গ্রীক্ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয়, থিয়েটার ও

সাধারণ স্নানাগার ব্যবহার করবিার জন্য রাস্তায়, রাস্তায় চীৎকার করিরা বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইত।

নিয়মিত ভাবে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে—"The Mercurius Politicus" নামক সংবাদ পত্রে। ১৬৫৭খৃঃ লণ্ডন নগরীতেও বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

৩১

নেপ্লেস (Naples) সহরের কাছে "গ্রটি ডেল্ কোইন" (Grotte-del-cane) নামক একটি প্রকাণ্ড গুহা আছে। এই গুহার মেজে থেকে প্রায় তিন ফিট্ পর্য্যন্ত স্থান অঙ্গারজান গ্যাসে (Carbondioxide) ভরা। সেই জন্য কুকুর প্রভৃতি ছোট প্রাণী ভিতরে প্রবেশ করিলেই মরিয়া যায়।

৩২

প্রাচীন মিশরবাসীদের প্রাচীন পুঁথি বেশীর ভাগ পাওয়া যাইতেছে প্রাচীন কালের রাজাদের কবরে। এই সব পুঁথির সাধারণ নাম ছিল—"পেপিরি"। নীলনদের তীরে "পেপিরাস্" নামক এক প্রকাব গাছ জন্মিত, এই গাছের পাতায় পুঁথি লেখা হইত বলিয়া পুঁথিরই নাম হইল—"পেপিরি"। মিশরের সব চেয়ে প্রাচীন পুঁথির ইংরেজী নাম—"The Book of the dead" ইহার বয়স পাঁচ হাজার বৎসর।

৩

৩৩

ভারতবর্ষে আর্য্যদের মধ্যে তাল পাতায় পুঁথি ইত্যাদি লেখা হইত। এখনো সেই প্রথা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। কলাপাতে লিখার প্রথা শিশুদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। শিশুদের লিখিবার পাতার তাড়ার বাঙলা চলতি নাম "পাততাড়ি"।

৩৪

পৃথিবীর সাতটি ধর্ম্ম গ্রন্থ

১। হিন্দুদের—বেদ
২। বৌদ্ধদের—ত্রিপিটক
৩। মুসলমানদের—কোরাণ
৪। খৃষ্টানদের—বাইবেল
৫। পারসিকেদের—জেন্দাভেস্তা
৬। শিকদের—গ্রন্থ সাহেব
৭। চীনদের—পঞ্চকিং

চীন ভাষায় "কিং" শব্দের অর্থ—ভাঁজ করা কাপড়। বোধ হয় চীনাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঁচটি ভাঁজ করা কাপড়ে লেখা হইত, সেই অনুসারে বইর নাম রাখা হইয়াছে—"পঞ্চকিং"।

৩৫

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সব রেলরথ আছে তাহার দৈর্ঘ্য ৪৩ হাজার মাইলেরও উপর। ইহার মধ্যে ভারতীয় সামন্ত রাজাদের

আছে ৭ হাজার মাইল ; বাকি ৩৬ হাজার মাইল গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে।

৩৬

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অহিফেন বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, সমগ্র পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ অহিফেনখোর লোক আছে।

আমাদের বিশ্বাস এই হিসাব ঠিক নহে। সংখ্যা এই রিপোর্টের সংখ্যা হইতে অনেক লক্ষ বেশী।

৩৭

অগ্নি কি ?

(ক) "কার্ব্বন" ও "হাইড্রোজেন" "অক্সিজেনের" সঙ্গে মিশিলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি নিবিয়া যাইবার কারণ ঘটে যখন "অক্সিজেনের" অভাব হয়।

জল কি ?

(খ) জলের উপাদান ২ ভাগ "হাইড্রোজেন" ও একভাগ "অক্সিজেন"।

৩৮

কে কোন বয়সে কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—

১। বিশ বৎসর বয়সে কবি "বায়রণ" "Child Herold" লিখিয়াছিলেন।

২। "Paradise lost" লিখেন কবি "মিলটন" তাঁহার ৫৭ বৎসর বয়সে।

৩। ৪৪ বৎসর বয়সে "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ" তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Excursion" লিখিয়াছিলেন।

৪। সেক্সপিয়রের "Hemlet" নাটকখানি তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সের লেখা।

৫। পঁচিশ বৎসর বয়সে কবি স্কট "Wild Huntsman" লিখিয়াছিলেন।

৬। ডিকন্সের "Pickwick" নামক গ্রন্থ খানিও তাঁহার ২৫ বৎসর বয়সের লেখা।

৭। গোল্ডস্মিথ ছত্রিশ বৎসর বয়সে "Vicar of wake-field" লিখিয়াছিলেন।

৮। ভিক্‌টর হুগো তাহার ৬০ বৎসর বয়সে যুগান্তকারী উপন্যাস "Les miserables" লিখিয়াছিলেন।

৯। ৫০ বৎসর বয়সে দান্তে "Commedia" লিখিয়াছিলেন।

১০। ২০ বৎসর বয়সে জার্ম্মান কবি গথে "Sorrows of werther" লিখিয়াছিলেন।

১১। সুইফ্‌টের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "Gulliever's Travels" তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়সের লেখা।

১২। থ্যেকারে ৩৫ বৎসর বয়সে "Vanity fair" গ্রন্থ খানি লিখিয়াছিলেন।

১৩। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" খানি তাঁর ২৪ বৎসর বয়সের লেখা।

১৪। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১২ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৫। বঙ্কিম বাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসখানি তাঁর ২১ বৎসর বয়সের লেখা।

১৬। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর বয়সে "বাল্মিকী প্রতিভা" লিখিয়াছিলেন।

১৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "শ্রীকান্তের" প্রথম খণ্ড তাঁর ৪২ বৎসর বয়সের লেখা।

১৮। কবি নবীন সেন ২২ বৎসর বয়সে "অবকাশ রঞ্জিনী" লিখিয়াছিলেন!

৩৯

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়

১।	কলিকাতা	খৃঃ	১৮৫৭
২।	বোম্বাই	,,	১৮৫৭
৩।	মান্দ্রাজ	,,	১৮৫৭
৪।	এলাহাবাদ	,,	১৮৮৭
৫।	পাঞ্জাব	,,	১৮৮২
৬।	লক্ষ্ণৌ	,,	১৯২০

৭।	নাগপুর	,,	১৯২৩
৮।	বেনারস হিন্দু	,,	১৯১৫
৯।	আলিগড় মুসলিম	,,	১৯২০
১০।	ঢাকা	,,	১৯২০
১১।	পাটনা	,,	১৯১৭
১২।	দিল্লী	,,	১৯২২
১৩।	আগ্রা	,,	১৯২৭
১৪।	অন্ধ্র	,,	১৯২৬
১৫।	আন্নামালাই	,,	১৯২৯
১৬।	রেঙ্গুণ	,,	১৯২০
১৭।	মহীশূর	,,	১৯১৬
১৮।	ওসমানিয়া (হায়দারাবাদ)	,,	১৯১৮

৪০

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য

(ক)

১। ইজিপ্টের পিরামিড
২। ব্যেবিলোনের শূন্য উদ্যান
৩। হ্যালিফার নেসাসে সমাধি মন্দির
৪। ডায়নার মন্দির

৫। জুপিটারের মূর্ত্তি

৬। রোড্সের কালোসাস্

৭। আলেকজেন্দ্রিয়ার আলোক গৃহ

(খ) পরবর্ত্তী যুগের—

১। চীনের প্রাচীর

২। রোমের কালোসিয়াম

৩। আগ্রার তাজমহল

৪। পিসারে হেলানো টাওয়ার (Tower)

৫। আলেকজেন্দ্রিয়ার কাটাকম্বস্

৬। নানকিনের চিনেমাটীর টাওয়ার (Tower)

৭। কন্‌সটেন্টিনোপোলের সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ

(গ) বর্ত্তমান কালের

১। অমৃত সহরের স্বর্ণমন্দির

২। কলিকাতার ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়েল

৩। জার্ম্মানীর ই মার্কের ঔষধের কারখানা

৪। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের টেলিফোন একচেঞ্জ অফিস।

(এই গৃহখানি তৈয়ারি করিতে দুই লক্ষ টন্ লৌহ ব্যবহৃত হইয়াছে)

৫। "উলওয়ার্থ বিলডিং" আমেরিকা। ৭৭৫ ফিট উচ্চ, বাড়ীটি ৫৫ তলা।

৬। স্কটল্যাণ্ডের টে্র নদীর উপর পুল

৭। এম্পায়ার ষ্টেট্ বিলডিং আমেরিকা

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ঘড়ি ইংলণ্ডের নিউজারসির "কলগেট কোম্পানির" কারখানার ঘড়ি। ইহার ডায়েল ৩৮ ফিট চওড়া। বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা কাঁটাগুলি আলোকিত।

৪১

ভারতের প্রাচীন দর্শনীয় স্থপতি

১। আবুপাহাড়ের জৈন মন্দির

২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির

৩। কোণারকের সূর্য্য মন্দির

৪। বেনারসের বিশ্বেশ্বর মন্দির

৫। গয়ায় বুদ্ধগয়ার মন্দির

৬। অজন্তার গুহামন্দির

৭। পুণার পার্ব্বতীমন্দির

৮। মাদুরার টেপা টেঙ্ক (Teppa Tank)

৯। হায়দারাবাদের হস্তীগুহা মন্দির

১০। বর্ম্মার টানয়োয়ের গ্রেট পেগোডা

৪২

সব চেয়ে বড়, উচু ও দীর্ঘ

(ক)

১। পর্ব্বত শৃঙ্গ—হিমালয়ের "এভারেষ্ট" ২৯,০০২ ফিট্

২। দীর্ঘ নদী—উত্তর আমেরিকার "মিশোরী মিসিসিপি" ৪,২০০ মাইল

৩। বড় হ্রদ—এসিয়াব "কাস্‌পিয়ন" ১৬৫,৫২০ বর্গ মাইল

৪। দ্বীপ—"অষ্ট্রেলিয়া" ২৯,৭৪৫৮১ বর্গ মাইল

৫। গভীর সমুদ্র—"প্রশান্ত মহাসাগব" ৩ মাইলের উপর গভীর

৬। চওড়া নদী—"এমেজন" ৩,৪০০

৭। জলপ্রপাত—আমেরিকার "নায়গারা"

৮। মহাদেশ—"এশিয়া"

৯। মালভূমি—মধ্য এশিয়ার "পামীর"

১০। মরুভূমি—আফ্রিকার "সাহারা"

৪৩

(খ)

১। দীর্ঘ ষ্টেসন—বি, এন, ডবলু, আর, এর "শোনপুর" ২,৪১৫ ফিট

২। লাইব্রেরী—রাশিয়ার "লেনিন লাইব্রেরী"—

৩। বড় মূর্ত্তি—আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি **Statue of Liberty** ১৫১ ফিট্

৪। গীর্জ্জা—রোমের "সেণ্টপিটার্স চার্চ"

৫। দূরবীক্ষণ—আমেরিকার "উইল্‌সন্স অবজারবেটারীর টেলিস্কোপ" ২০০ ইং লম্বা কাঁচ

৬। যাদুঘর—ইংলণ্ডের "ব্রিটিশ মিউজিয়ম"

৭। টানেল বা সুরঙ্গপথ "সিম্‌প্লন" ১২ মাইল

৮। সহর—ইংলেণ্ডর "লণ্ডন"

৪৪

কাগজ তৈয়ারীর উপাদান—

১। নরম গাছের টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ। বিলাতী কাগজ সাধারণত গাছের টুকরো দিয়াই তৈয়ারি হইয়া থাকে।

২। বাঁশ—"বেঙ্গল পেপার মিল" বাঁশ দিয়াই কাগজ তৈয়ারি করিয়া থাকে।

৩। ঘাস—"টিটাগর মিলের পেপার" বেশীর ভাগ আসাম দেশের এক প্রকার ঘাস হইতে তৈয়ারি হয়।

৪। নোটের কাগজগুলি ছেঁড়া লিনেন হইতে সাধারণত তৈয়ারি করা হয়।

৪৫

জামা, কাপড়ের উপাদান—

১। পশম—ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি লোমশ প্রাণী হইতে ইহা সংগ্রহ করা হয়

২। রেশম—প্রজাপতির মত নানা প্রকার কীটের গুটি হইতে ইহা সংগ্রহ করা হয়

৩। সূতি—কাপাস, শীমূল ইত্যাদি গাছের ফল ও নানা বিধ উদ্ভিদের আঁশ ও বল্কল হইতে সংগ্রহ করা হয়

৪৬

কাঁচের কথা

কাঁচ আবিস্কার হয় কয়েকজন ভগ্ন জাহাজের নাবিকের দ্বারা। ামুদ্র সৈকতে নাবীকগণ যখন বালিয়াড়ির উপর আগুন জ্বালিয়া াদ্য প্রস্তুত করিতেছিল, তাহারা দেখিতে পাইল বালি গলিয়া ্ক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ তৈয়ারি হইয়াছে। এই নমুনা ও ঘটনা দেখিবার ও জানিবার পর, কাঁচ তৈয়ারি করিবার চেষ্টা মারম্ভ হয়। কাঁচের প্রধান উপাদান, বালি (সিলিকা) ও ক্ষার ও সামন্য পরিমাণ এলুমিনিয়াম বা অন্য কোনও ধাতু।

১নং প্রশ্নমালা—পৌরাণিক

১। মহাভারত কোন সময়ে লিখিত হয় ?

২। বেদের বিভাগ কে করেন ?

৩। পিতার মনস্তুষ্টির জন্য কে স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য অধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন ?

৪। ব্রাহ্মণ হইয়া কে কে ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

৫। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়াও যুদ্ধ জয়ের প্রধান সাহায্যকারী কে ছিলেন ?

৬। তপস্যা করিয়া কোন অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ?

৭। পরের প্রাণ রক্ষার জন্য কোন জননী নিজের সন্তানকে রাক্ষসের মুখে সঁপিয়া দিয়াছিলেন ?

৮। কোন রাজা একটা ক্ষুদ্র পাখীর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ?

৯। জতু গৃহের উপাদান কি কি ?

১০। রাজ সিংহাসনে বসিয়া কোন রাজা তাঁহার শৈশবের সতীর্থকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ?

১১। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিটালি গোলা জল খাইয়া কে দুগ্ধ পানের আনন্দ পাইয়াছিলেন ?

১২। কোন রাজপুত্রেরা গরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন ?

১৩। শ্রীকৃষ্ণের হস্তের শঙ্খের নাম কি ?

১৪। পতি অন্ধ বলিয়া কে সারা জীবন অন্ধের মত কাটাইয়াছেন ?

১৫। কোন রাজা চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি করিয়াছিলেন ?

১৬। ভ্রাতার পাদুকা কোন রাজা পূজা করিতেন ?

১৭। সমুদ্র মন্থন কে কে করিয়াছিলেন ?

১৮। শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু কি করিয়া হয় ?

১৯। অমৃত ও বিষ পূর্ব্বে কোথায় ছিল ?

২০। শূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন কোন স্থানে হইয়াছিল ?

২১। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু কি করিয়া ঘটে ?

২২। ধৃতরাষ্ট্রের শ্বশুর বাড়ী কোথায় ছিল ?

২৩। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবের কি সম্পর্ক ছিল ?

২৪। শকুন্তলার শকুন্তলা নাম কেন হইল ?

২৫। মহাদেবকে নীলকণ্ঠ বলে কেন ?

২৬। পিতৃ আজ্ঞায় কে মাতৃহত্যা করিয়াছিল ?

২৭। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা কে ভঙ্গ করিয়াছিলেন ?

২৮। রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধান কে বলিয়া দিয়াছিলেন ?

২৯। কোন পিতৃদ্রোহীকে ভগবান করুনা করিয়াছিলেন ?

৩০। পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, কে ভগবানের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন ?

৩১। কোন মুনি অস্থি দিয়া দেবতাগণকে রক্ষা করেন ?

৩২। বিন্ধ্যাচলের গর্ব্বিত শির কে নত করেন ?

৩৩। সপ্ত দ্বীপ কি ? কি ?

৩৪। সপ্তর্ষি কি কি ?

৩৫। কামদেবের ফুল ধনুতে কোন কোন ফুলের উল্লেখ আছে?

৩৬। প্রলয়ের ব্যাখ্যা মনু কি লিখিয়াছেন ? এবং এই সম্পর্কে বাইবেল কি বলেন ?

৩৭। মানবের আদি পিতা, মাতা, হিন্দুশাস্ত্র মতে কে ? কে ? বাইবেলে কাহাদের নাম উল্লেখ আছে ?

৩৮। সীতার মার নাম কি ?

২নং প্রশ্নমালা—প্রাচীন কাল

১। বুদ্ধদেব কোথায় তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন ?

২। কোন স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার নব ধর্ম্ম প্রচার করেন ?

৩। কোন স্থানে বুদ্ধদেবের জন্ম হয় ?

৪। কোন স্থানে কি প্রকারে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয় ?

৫। জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও মৃত্যুর তিথি কি ?

৬। শঙ্করাচার্য্য কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন ?

৭। কত বয়সে তার মৃত্যু হয় ?

৮। কিসের জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত হন ?

৯। যীশুখ্রীষ্ট কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন ?

১০। কে তাঁহাকে প্রথম দীক্ষা দেন ?

১১। তাঁহার মৃত্যু কি প্রকারে হয় ?

১২। সেণ্ট জনের মৃত্যু কি প্রকারে হয় ?

১৩ ইহুদিরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ?

১৪। তাঁদের প্রধান ধর্ম্ম মন্দির কোথায় ছিল ?

১৫। খ্রীষ্টানগণ "ক্রুস" কে এত পবিত্র মনে করেন কেন ?

১৬। প্রাচীন গ্রীকদের জলদেবতার নাম কি ?

১৭। "মিনার্ভা ও জুপিটার" কার নাম ?

১৮। পারসিকগণ কার উপাসনা করেন ?

১৯। তাঁহাদের মৃতের সৎকার কিরূপে করা হয় ?

৩নং প্রশ্নমালা—ঐতিহাসিক

১। কখন এলেকজেন্দার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ?

২। কোন সম্রাট গ্রীক্‌গণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ?

৩। কার পরামর্শে নন্দ বংশ ধ্বংস হয় ?

৪। "মৌর্য্য" বংশের "মৌর্য্য নাম কেন হইল ?

৫। প্রাচীন ভারতে সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্য কার ছিল ?

৬। কোন সম্রাট রাজকোষ, রাজভূষণ প্রজাদের দান করিয়া দীনবেশ ধারণ করিতেন ?

৭। রাজ্যশ্রী কার মেয়ে ?

৮। বিক্রমাদিত্যের রাজ সভার নবরত্ন কে কে ?

৯। কোন বাঙালী সিংহল জয় করেন ?

১০। প্রাচীন কালে কোন কোন বিদ্যালয় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ?

১১। চৈতন্যদেব কোন খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ?

১২। আকবর যখন ভারত সিংহাসনে তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে কে ছিলেন ?

১৩। "মেগ্‌না চার্টা" অর্থ কি ? কে প্রথম ইহা স্বাক্ষর করেন ?

১৪। রোমানদের মধ্যে কে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ড আক্রমণ করেন ?

১৫। খ্রীষ্টান হইবার পূর্ব্বে ব্রিটিশদের ধর্ম্ম কি রূপ ছিল ?

১৬। ইংলণ্ডের নাম ইংলণ্ড হইল কেন ?

১৭। ইংলণ্ড রোমানদের পূর্ব্বে কাহারা আক্রমণ করিয়াছিল ?

১৮। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যিনি প্রথম ইংলণ্ডে প্রচার করেন তাঁর নাম কি ?

১৯। ইংলণ্ডে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রথম প্রচার হয় তখন ভারতসম্রাট কে ?

২০। পার্লামেণ্ট সভা সর্ব্ব প্রথম কোন রাজার রাজত্বে অনুষ্ঠিত হয় ?

২১। "জিজিয়া" ও "সিপ্‌মানি" (Ship mony) কি ? কোন কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত

২২। যখন মুসলমানগণ বঙ্গ জয় করেন তখন ইংলণ্ডের রাজা কে ?

২৩। ইয়োরোপে কোন রাজাকে প্রজারা হত্যা করিয়াছে ?

২৪। "জোয়ান-অপ-আর্ক" কে?

২৫। জার্ম্মানীর জগদ্বিখ্যাত মন্ত্রী কে ছিলেন?

২৬। কোন মুসলমান মহিলা ভারতের সাম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন?

২৭। সর্ব্ব প্রথম কোন মুসলমান ভারতবর্ষে অভিযান করেন?

২৮। রাণী এলিজাবেতের সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক কে?

২৯। "শির দিয়া শরহ নদিয়া" এ কথার অর্থ কি? কে কাকে বলিয়াছিলেন?

৩০। মানসিংহের সঙ্গে রাণা প্রতাপের কেন বিবাদ হইয়াছিল?

৩১। প্রতাপাদিত্যের পরিণাম কি?

৩২। "কোহিনুর' হীরক কাহার নিকট হইতে কে লইয়া যান?

৩৩। "ময়ূর সিংহাসন" এখন কোথায় ইহার নির্ম্মাতা ও অপহরণকারী কে, কে?

৩৪। ভারতে ইংরেজরা প্রথম কুটী কোথায় স্থাপন করেন?

৩৫। আবেসিনিয়ার অন্য নাম কি?

৩৬। "রাষ্ট্র সঙ্ঘ" কার অনুরোধ মত করা হয়?

৪ নং প্রশ্নমালা—ভূগোল

১। উত্তর মেরু প্রদেশের সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী অধিবাসী কাহারা?

২। ইয়োরোপের লোক শ্বেতবর্ণ ও আফ্রিকার লোক কালো কেন?

৩। আমেজন নদীর প্রধান উপনদী কোনটি, কোনটি?

৪। ইহুদীদের আদি বাসভূমি কোথায়?

৫। পানামা যোযক কোথায় ?
৬। এখন তার কি অবস্থা ?
৭। জেনেভা, লোকার্ণো ও হেগ্ সহর কোথায় ?
৮। "অরোরা বোরিয়েলিশ" কি ?
৯। কোন প্রদেশে ছয়মাস দিনও ছয়মাস রাত্রি ?
১০। রাজপুতনা ও কাশ্মীরের দুইটি হ্রদের নাম কি কি ? কোনটার জল কিরূপ ?
১১। মৌসুমী বায়ু কাকে বলে ?
১২। ভারতবর্ষের সব চেয়ে দীর্ঘ রেলপথ কোনটি ?
১৩। ভারতবর্ষে কয়টি ভাষা প্রচলিত আছে ?
১৪। রাশিয়ার রাজধানীর পূর্ব্বে কি নাম ছিল এখন কি নাম ?
১৫। বিহারের বিহার নাম কেন হইল ?
১৬। কলিকাতা মহানগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
১৭। পাঞ্জাব নামের অর্থ কি ?
১৮। কলিকাতা হইতে দিল্লী রেলপথে কতদূর ?
১৯। ইংলণ্ডের আয়তন ভারতের কোন প্রদেশের সমান ?
কোন প্রদেশের বেশীর ভাগ প্রজা হিন্দু রাজা কিন্তু মুসলমান ?
২১। কোন প্রদেশের অধিকাংশ প্রজা মুসলমান রাজা হিন্দু ?
২২। প্রুশিয়ান কোন প্রদেশের লোককে বলে ?
২৩। পদ্মা ও ভাগীরথী এই দুই নামে গঙ্গা কোন স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছে ?

২৪। লাহোরের নাম রহস্য কি ?

২৫। লক্ষ্ণৌ নগরীর নামকরণ রহস্য কি ?

২৬। কর্ণসুবর্ণ কোথায় কাহার রাজধানী ছিল ?

২৭। বাঙলার শেষ হিন্দু রাজার রাজধানী কোথায় ছিল ?

২৮। সমুদ্রের সব চেয়ে গভীর স্থান কোথায় ?

২৯। এশিয়ার সব চেয়ে দীর্ঘ নদী কোনটি ?

৩০। ইয়োরোপের সব চেয়ে দীর্ঘ নদীর নাম কি ?

৩১। ঢাকা জেলার "বিক্রমপুরের" নাম করণ রহস্য কি ?

৩২। Cape farewell কোথায় ?

৩৩। Cape Good hope কোন দেশের অন্তর্গত ?

৩৪। সোমনাথের মন্দির কোথায় ?

৩৫। ইস্তাম্বুল সহরের বর্ত্তমান নাম কি ?

৩৬। কোন দেশকে সূর্য্যোদয়ের দেশ বলে ?

৩৭। কার রাজ্যে সূর্য্য কখনো অস্ত যায় না ?

৩৮। পৃথিবীতে বৃষ্টির পরিমাণ সব চেয়ে বেশী কোথায় ?

৫ নং প্রশ্নমালা—বিজ্ঞান

১। বরফ গ্লাশে রাখিলে, গ্লাসের বাহিরে ফোঁটা ফোঁটা জল আসে কোথা হইতে ?

২। সূর্য্য কি ?

৩। কয়লা কি জিনিস ?

৪। স্যেকেরিন কি জিনিস ?

৫। দেশলাই তৈয়ারির উপকরণ কি ?

৬। জল ফুটিতে থাকিলে কমিয়া যায় কেন ?

৭। বরফ জলে ভাসে কেন ?

৮। রামধণুতে কয়টি রঙ্ ? কেন হয় ?

৯। কাঁসা কি জিনিষ ?

১০। আগ্নেয় গিরির উদ্গারের কারণ কি ?

১১। কি কি পদার্থ আগ্নেয় গিরির উদ্গারের সময় ছুটিয়া আসে ?

১২। প্রেট্রোলিয়ম কি জিনিষ ?

১৩। শব্দ কেন হয় ?

১৪। মাখন ও ঘৃতে প্রভেদ কি ?

১৫। হীরক ও কয়লায় কি প্রভেদ ?

১৬। আলেয়া কি জিনিষ ?

১৭। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ কেন হয় ?

১৮। প্রবাল কি জিনিষ ?

১৯। মুক্তার জন্ম কি করিয়া হয় ?

২০। স্পঞ্জ কি জিনিষ ?

২১। কত ডিগ্রি গরম হইলে জল ফুটিতে থাকে ?

২২। কত ডিগ্রি শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয় ?

২৩। বায়ুর উপাদান কি ?

২৪। আকাশের রঙ নীল কেন ?

২৫। সহরের বায়ুতে আন্দাজ কত ধূলিকণা থাকিতে পারে ?

২৬। "ভাইটামিন" কি ?

২৭। মানুষের রক্তে, মস্তিষ্কে, মাংসপেশীতে ও অস্থিতে কত, কত ভাগ জল আছে ?

২৮। সূর্য্যের আলোতে কত প্রকার রঙ্ আছে কি ? কি ?

২৯। "Ultra-violet rays" আল্‌ট্রাভায়োলেট কি ? কোথায় পাওয়া যায় ?

৩০। রক্তের বর্ণ লাল কেন ?

৩১। বৃষ্টির জলে ও ঝরণার জলে প্রভেদ কি ? কোনটি বেশী পরিচ্ছন্ন ?

৩২। সাবানের মোটামুটি উপাদান কি ?

৬নং প্রশ্নমালা—বিবিধ বিষয়

১। মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান কোথায় ?

২। কবি নবীন সেনের জন্মভূমি কোথায় ?

৩। কবি হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্যের নাম কি ?

৪। বাঙলার সর্ব্ব প্রথম উপন্যাসের নাম কি ?

৫। বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানটি তাঁর কোন চরিত্রের কণ্ঠ হইতে গীত হইয়াছিল ?

৬। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস কোনটি ?

৭। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি ?

৮। সেক্সপিয়রের জন্ম স্থানের নাম কি ?

৯। কবি রজনী সেন কি রোগে মারা যান ?

১০। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক কোনটি ?

১১। "অন্নদা মঙ্গল" কার লেখা ?

১২। জয়দেব গোস্বামীর কাব্যের নাম কি ?

১৩। দাশরথী রায় কি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ?

১৪। "কবি কঙ্কণ চণ্ডী" কার লেখা ?

১৫। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের জন্মভূমি কোথায় ?

১৬। কবি রাম প্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গান রচয়িতা কে ছিলেন ?

১৭। কবি বাণভট্ট কোন রাজার রাজ কবি ছিলেন ?

১৮। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার সভায় রাজ কবি কে ছিলেন ?

১৯। ইংরাজ রাজত্বে কাকে সর্ব্বপ্রথম ফাঁসি দেওয়া হয় ?

২০। গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের বংশধর কাহারা ?

২১। কান্ত মুদীর বংশধর কাহারা ?

২২। পদ্মানদীর অপর নাম কীর্ত্তিনাশা কেন ?

২৩। বর্গী কাহাদিগকে বলা হইত ?

২৪। রাণী ভবানী কোন বংশের রাণী ছিলেন ?

২৫। ক্রিকেট খেলার "পিচ্" কত দীর্ঘ হয় ?

২৬। L. B. W অর্থ কি ?

২৭। ক্রিকেটে রাণআউট কেন হয় ?

২৮। ক্রিকেট Bump Ball কাহাকে বলে ?

২৯। ক্রিকেট Maiden over অর্থ কি ?

৩০। ফুটবলে পিনাল্‌টি কেন হয় ?

৩১। ফুটবলে অফসাইড মানে কি ?

৩২। কর্ণার কিক্ কেন দেওয়া হয় ?

৩৩। ফাউল থ্রো কেন হয় ?

৩৪। ষ্টেণ্ডার্ড টাইম কি ?

৩৫। কলিকাতার ঘড়িতে যখন বারোটা বাজে তখন বোম্বাই ও রেঙ্গুনের সময় কত ?

৩৬। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের লোক বেশী কালো ?

৩৭। কোন প্রদেশের লোক বেশী ফর্সা ?

৩৮। জর্জ্জ ইলিয়টের স্ত্রীর নাম কি ?

৩৯। প্রসিদ্ধ উপন্যাস লামিজাবেলের গ্রন্থকারের নাম কি ? দেশ কোথায় ?

৪০। কোন ইংরাজ মনস্বী শৈশবে মুচীর ব্যবসা করিতেন ?

৪১। তানসেন হিন্দু না মুসলমান ?

৪২। মুর্সিদ কুলীখাঁ কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

৪৩। হিটলার কোন প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন ?

৪৪। পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী বেতন কে পান ? কত ?

৪৫। ভারতবর্ষে সব চেয়ে বৃষ্টি কোথায় কম হয় ?

৪৬। বৃদ্ধেরা চিঠি পত্র বন্ধ করিয়া ৭৪॥০ লিখিয়া দেন কেন ?

৪৭। ভারতে প্রথম কোন ইংরাজ আসিয়াছিলেন ?

৪৮। বাঙালায় ফরাসীদের অধিকৃত স্থান কোনটি ?

৪৯। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু তারিখ কি ?

৫০। মহাত্মা গান্ধীর কবে জন্ম হয় ?

৫১। রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসর কোন দিন ?

৫২। আশুতোষের মৃত্যু কোন তারিখে হয় ?

৫৩। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু তারিখ কি ?

৫৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কোন দিন হয় ?

৫৫। ভারতে শতকরা কতলোক লেখা পড়া জানে ?

৫৬। ইংলণ্ডে কত লোক জানে ?

৫৭। বাঙলায় সব চেয়ে বেশী লেখা পড়া কোন জাতি জানে ?

১ঃ উত্তর—পৌরাণিক

১। যীশুখৃষ্ট জন্মিবার ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ।

২। ব্যাসদেব।

৩। ভীষ্ম ।

৪। দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা।

৫। শ্রীকৃষ্ণ ।

৬। বিশ্বামিত্র।

৭। কুন্তী।

মহাভারতে কথিত আছে, বনবাস কালে যখন পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের আশ্রয়ে ছিলেন তখন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বক রাক্ষসের আহার্য্য যোগাইবার পালা উপস্থিত হয়; রাক্ষসের সঙ্গে নিয়ম হইয়াছিল এক শকটপূর্ণ

আহার্য্যের সঙ্গে একটা মানুষও পালা ক্রমে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণের একটি মাত্র পুত্র ও একটি কন্যা, কে রাক্ষসের খাদ্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবে এই প্রসঙ্গ লইয়া যখন ব্রাহ্মণ পরিবারে আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, তখন মহামনা কুন্তী তাঁহার ছেলেদের একটিকে এই জন্য উৎসর্গ করিতে চাহিলেন, এবং ভীমকে রাক্ষসের কাছে অন্যান্য আহার্য্যে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম বক রাক্ষসকে বধ করিয়া চির দিনের জন্য বন প্রদেশকে নিরাপদ করিয়াছিলেন।

৮। শিবি। মহাভারতে এই মহাপ্রাণ রাজার সুন্দর উপাখ্যান আছে।

৯। শন, সর্জ্জরস, ধূনো, ঘৃত, তৈল, লাক্ষা ইত্যাদি অগ্নি-সন্দীপক বস্তুর দ্বারা জতুগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১০। দ্রুপদ।

দ্রুপদ ও দ্রোণ এক সঙ্গে পাঠাভ্যাস করিতেন। দ্রুপদ তখন রাজা, একদিন দ্রোণ দারিদ্রাবস্থায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন, দ্রুপদ তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

১১। অশ্বত্থমা।

দ্রোণাচার্য্য তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার পুত্র অশ্বত্থমা একদিন তাহার সমবয়সী বালকগণকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া, দুগ্ধ পান করিবার জন্য অত্যন্ত লোভাতুর হয়। বালকগণ তখন একপাত্র পিটালি গোলা জল তাহাকে পান করিতে দেয়, অশ্বত্থমা এই

শ্বেতবর্ণ জলকে দুগ্ধ মনে করিয়া নিতান্ত তৃপ্তির সহিত পান করে।

১২। কৌরবেরা। বিরাট রাজার গোধন চুরি করিতে গিয়াছিলেন।

১৩। পাঞ্চজন্য।

১৪। গান্ধারী।

১৫। শ্রীরামচন্দ্র।

১৬। ভরত।

১৭। দেবতা ও অসুর।

১৮। সরযূনদীর জলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া।

১৯। সমুদ্রগর্ভে।

২০। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক নামক স্থানে।

এই স্থানে সুর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন হইয়াছে বলিয়াই এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে।

২১। ব্যাধের বিষমাখা শরে আহত হইয়া।

২২। কাবুলের সংলগ্ন কান্দাহার নামক স্থানে।

২৩। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পিসতুত ভাই ছিলেন।

২৪। এই সদ্যজাতা বালিকাকে যখন তাহার জননী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন একটা শকুনি তাহাকে পক্ষপুট তলে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল।

২৫। সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল সে নীলবর্ণ

গরলকে মহাদেব কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের অপর নাম নীলকণ্ঠ।

২৬। পরশুরাম।

২৭। ভীষ্ম।

২৮। রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী।

২৯। প্রহ্লাদকে।

৩০। ধ্রুব।

৩১। দধিচী।

৩২। অগস্ত্য।

৩৩। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। এই সাতটি মহাদ্বীপ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

৩৪। মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি সাতটি নক্ষত্র হইয়া ধ্রুবলোকের নীচে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে

৩৫। অরবিন্দ, অশোক, আম্রমুকুল, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল।

৩৭। মনু বলেন—প্রলয় কালে এই জগৎ অনন্ত অন্ধকার ব্যাপ্ত জলরাশি মধ্যে গভীর নিদ্রিত অবস্থায় ছিল। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দাদি কোনরূপ অনুভূতিই ছিল না।

বাইবেলেরও প্রায় সেই মত। বাইবেলে বর্নিত আছে প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ এক বিশাল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

৩৭। হিন্দু শাস্ত্র মতে "মনু"ই মানবের আদি পিতা। বাইবেল বলেন—"আদেম" ও "ইভ্"

৩৮। পুরাণে বর্ণিত আছে সীতা কোন মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

২নং উত্তর—প্রাচীন কাল

১। বর্ত্তমান গয়ার নিকটবর্ত্তী নিরঞ্জনা নামক শৈলনদীর তীরে।

২। সারানাথ।

৩। হিমালয়ের প্রান্তে লুম্বিনী উদ্যানে।

৪। ব্যাধ প্রদত্ত বাসি মাংস খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই পীড়ায় কুশী নগরীর শালবনে তাহার মৃত্যু হয়।

৫। বৈশাখী পূর্ণিমা।

৬। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। (তবে অন্যান্য পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরুপণ করিয়াছেন)

৭। ত্রিশ বৎসর বয়সে।

৮। বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য।

৯ বেথ্লমে।

১০ সেণ্ট জন।

১১ ইহুদিগণ দ্বারা ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া।

১২। রাজা হিরোদের আদেশে কারাগারে ঘাতকের হাতে।

১৩। বাইবেলের পুরাতন ভাগে যে ধর্ম্মাচরণের বিষয় বর্ণিত আছে সেই আচরণ পালন করেন।

১৪। জেরুসালেমে।

১৫। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারা হইয়াছে বলিয়া।

১৬। "মার্কারী"।

১৭। মিনার্ভা বিদ্যাদেবীর নাম। জুপিটার বৃহস্পতির নাম।

১৮। অগ্নির উপাসনা করেন।

১৯। উচ্চ গম্বুজের উপর মৃত দেহ স্থাপন করিয়া শকুনি ইত্যাদি মাংসাশী পাখীদের দ্বারা ভোজন করাইয়া।

৩নং উত্তর—ঐতিহাসিক

১। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৩ শতাব্দীতে।

২। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

৩। চাণক্যের।

৪। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম অনুসারে।

৫। সম্রাট অশোকের।

৬। হর্ষবর্দ্ধন।

৭। রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের।

৮। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি।

৯। বিজয়সিংহ।

১০। নালান্দা ও তক্ষশিলা।

১১। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে।

১২। রাণী এলিজাবেথ।

১৩। প্রজার অধিকার স্বীকারের প্রতিজ্ঞাপত্র। ইংলণ্ডের রাজা "জন"।

১৪। জুলিয়াস সিজার।

১৫। সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নৈসর্গিক বস্তুকে উপাসনা করিত।

১৬। উত্তর পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে "এন্‌গলেস্‌" নামক এক দুর্দ্দান্ত জাতি ছিল, ইহারা ব্রিটন জয় করিয়া ইহার নাম ইংলণ্ড রাখে।

১৭। পূর্ব্বদেশ হইতে আগত ব্রিটন নামক আর্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত একদল জাতির দ্বারা।

১৮। অপষ্টাইন।

১৯। হর্ষবর্দ্ধন।

২০। এড্‌ওয়ার্ড প্রথম

২১। "জিজিয়া" বিধর্ম্মীদের উপর নির্দ্ধারিত কর। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক হিন্দুদের উপর আরোপিত হয়।

ইংলণ্ডে "সিপমানি" সমুদ্র নিকটবর্ত্তী অধিবাসীগণের উপর পুরাকালে সমুদ্রকুল রক্ষার জন্য এই কর ধার্য্য করা হইত। রাজা প্রথম "চার্লস্‌" অন্যায় ভাবে দেশের সমস্ত লোকের উপর এই কর ধার্য্য করেন।

২২। রাজা "জন"।

২৩। "চার্লস্" প্রথম।

২৪। ফরাসী দেশের এক কৃষক কন্যা।

২৫। বিস্মার্ক।

২৬। রিজিয়া।

২৭। মহম্মদ বীনকাশিম।

২৮। সেক্সপিয়র।

২৯। "শির দিলাম ধর্ম্ম দিলাম না"।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন শিখদেব নবম গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন এই তেজস্বী গুরু বুকের রক্ত দিয়া এই প্রতিজ্ঞাবাণী একটা কবচে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

৩০। মানসিংহ দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়া মোগল সম্রাটের পুত্রের করে নিজের ভগ্নীকে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া।

৩১। প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া যখন দিল্লীতে লইয়া যাইতেছিল, তখন পথমধ্যে বারাণসী ধামে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

৩২। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এখন ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটে স্থাপিত হইয়াছে।

৩৩। পারস্যে। নির্ম্মাতা সম্রাট সাজাহান, অপহরণকারী নাদিরশা।

৩৪। হুগলিতে।

৩৫। ইথোপিয়া।

৩৬। প্রেসিডেণ্ট উইলসন।

৪নং প্রশ্নমালা—ভূগোল।

১। এস্‌কিউমো জাতি।

২। শীতমণ্ডলের লোক বলিয়া ইয়োরোপীয়গণ শ্বেতবর্ণ। আফ্রিকার লোক উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসী বলিয়া কাল।

৩। "নেগ্রো", "যাপুরা", "মেডিরা", "ইন্‌গো"।

৪। পূর্ব্বে পেলেষ্টাইনে ছিল, এখন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি তাহাদের কোথাও নাই, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই তাহারা বর্ত্তমানে বাস করে।

৫। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ স্থান।

৬। খাল কাটিয়া প্রাশান্ত ও এটলান্‌টিক মহাসাগরের মিলন ঘটানো হইয়াছে।

৭। "জেনেভা" ও লোকার্ণো স্থইজারলণ্ডে, হেগ সহর হলণ্ডে।

৮। মেরু-আলোক।

৯। মেরু-প্রদেশে।

১০। "উলার" ও "শম্বর"। উলারের জল মিষ্টি, শম্বরের জল লোনা।

১১। ভারত মহাসাগরের বায়ু প্রবাহ বিশেষ। বৈশাখ হইতে

আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ও কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে।

১২। নর্থ ওয়েষ্টারেন রেলওয়ে।

১৩। ১৪৭টির বেশী ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

১৪। "সেণ্টপ্রিটাসবার্গ"। বর্ত্তমান নাম—"লেনিনগ্রেড"।

১৫। বিস্তর বৌদ্ধমঠ "বিহার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া।

১৬। "যব চার্ণক"।

১৭। পঞ্চ+আব=পাঞ্জাব। আব অর্থ জল। "ঝিলাম", "চিনাব", "রাভি", "সাটলেজ", ও "বিয়াস্" এই পাঁচটি নদীর জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া এ প্রদেশর নাম পাঞ্জাব।

১৮। ৯০২ মাইলের কিছু উপর।

১৯। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলস এই তিনটি প্রদেশ মিলিয়া বাঙ্গলার আয়তন হইতে কিঞ্চিত বড়। এই মিলিত প্রদেশটির আয়তন ৮৯,০৪১ স্কোয়ার মাইল, আর বাঙলার আয়তন ৮২,০০০ স্কোয়ার মাইল।

২০। হায়দারাবাদ।

২১। কাশ্মীর।

২২। জার্ম্মানীর।

২৩। হুগলী জেলার।

২৪। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের নাম অনুসারে।

২৫। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের নাম অনুসারে

২৬। প্রাচীন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের নিকটে। নরেন্দ্র গুপ্তের রাজধানী ছিল।

২৭। মালদহের এলেকায় গৌড় নগরীতে।

২৮। আটলান্টিক মহাসাগর।

২৯। ইনিসি ২,৯৫০ মাইল।

৩০। ভগলা ২,৩০০ মাইল।

৩১। সেন রাজ বংশের বিক্রম সেনের নাম অনুসারে।

৩২। গ্রীনলণ্ডের সর্ব্ব দক্ষিণ অংশ।

৩৩। আফ্রিকার।

৩৪। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের মধ্যে।

৩৫। কনেস্‌টেন্‌টিনোপোল।

৩৬। জাপান।

৩৭। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ডাচ সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাম্রাজ্য এই তিন রাজ্যের উপর সূর্য্য কখনো অস্ত যায় না। সাম্রাজ্য তিনটি এতই বিস্তৃত যে সূর্য্য এক অংশে যখন অস্ত যায় অন্য অংশে তখন উদয় হয়।

৩৮। আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে।

৫নং প্রশ্নমালা—বিজ্ঞান

১। বায়ুতে অদৃশ্য ভাবে যে জলীয় বাষ্প আছে বরফ দেওয়া শীতল জলের স্পর্শ লাগিয়া সে বাষ্প জল বিন্দুতে পরিণত হইয়া গ্লাসের গায়ে লাগিয়া থাকে।

২। সূর্য্য একটা আগ্নেয় গোলক। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন সূর্য্যকে ঘিরিয়া একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরণমণ্ডল রহিয়াছে। পৃথিবীর আগ্নেয় গিরিব উদ্গারের সময় যেমন অগ্নিময় পদার্থ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, সূর্য্যের উপরও সেরূপ অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ উদ্গত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এত উচ্চ যে ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে তেমন উচ্চ হয় না। ইহার বর্ণ কখনো উজ্জ্বল রক্ত, কখনো গোলাপী দেখা গিয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন—নানাবিধ পদার্থ বাস্পাকারে সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে, কোটি কোটি বৎসর পরে এই বাস্প ক্রমশঃ শীতল হইতে হইতে সূর্য্যকে একেবারে তেজোহীন করিয়া ফেলিতে পারে। তাঁহাদের মতে আমাদের এই পৃথিবীও নাকি বহুকোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যেরই মত দীপ্তময় অগ্নিগোলক রূপে ছিল, কাল ক্রমে শীতল হইয়া বর্ত্তমান রূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। নানাবিধ উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অবস্থা কয়লাতে পরিণত হইয়াছে। বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে যখন কোন প্রকার প্রাণী ছিল না ও বর্ত্তমানে যেই রূপ গাছ গাছড়া দেখিতেছি তাহারও কোন অস্তিত্ব ছিল না,—বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ গবেষণা করিয়া ঠিক করিয়াছেন তখন পৃথিবীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "ফার্ণের" মত এক প্রকার গাছ জন্মিত। আমাদের তিনতলা উঁচু বাড়ীর মত লম্বা হইত। গাছগুলি প্রতি বৎসরই জন্মিত, প্রতি বৎসরই মরিয়া যাইত। বর্ত্তমান পৃথিবীর মত পুরাতন পৃথিবী এত উঁচু নীচু ছিল না, অনেকদূর পর্য্যন্ত সমতল ছিল। এই সমতল

ভূমিতে এই গাছগুলি জন্মিয়া, মরিয়া বিরাট একটা স্তর স্থষ্টি করিয়াছিল। এইস্তরের উপর নানা নৈসর্গিক কারণে যুগ যুগ সঞ্চিত ধূলা মাটির আবরণ আসিয়া জমিয়া ও স্তরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ভূগর্ভের এই বৃক্ষস্তর কঠিন ও কালো হইয়া কয়লাতে পরিণত হইয়াছে।

৪। সাধারণত আলকাতরা হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্ট পদার্থ, ইহা চিনি হইতে ৩০০ গুণ মিষ্ট।

৫। "গন্ধক", "ফস্‌ফারাস" ইত্যাদি দাহ্য পদার্থের সংমিশ্রনে দেশলাই তৈয়ারি হয়।

৬। জল গরম হইলে বাস্পাকারে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই জন্য জল কমিতে থাকে।

৭। বরফ জল হইতে হালকা বলিয়া।

৮। সাতটি। বৃষ্টির বারিবিন্দুতে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া রামধনুর স্থষ্টি করে।

৯। তামা ও রাঙের মিশ্রনে কাঁসা তৈয়ারি হয়।

১০। পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে তরল অগ্নি প্রবাহ সর্ব্বক্ষণ ফুটন্ত অবস্থায় আছে। পৃথিবীর উপরের খোসাটা কোন কোন স্থানে এত পাতলা যে তাহার মধ্যে দিয়া অভ্যন্তরের অগ্নি প্রবাহ পুঞ্জীভূত ধূমসহ হঠাৎ উর্দ্ধ দিকে উদ্গীর্ণ হইতে থাকে।

১১। ধূম, গলিত প্রস্তর ছাই, ইত্যাদি নানা পদার্থ উদ্গারের সময় ছুটিয়া আসে।

১২। এক প্রকার পরিস্কৃত খনিজ তৈল।

১৩। জলে যেমন একটা সামান্য ঢিল ছুঁড়িলে বৃত্তাকারে তরঙ্গ উঠে, সামান্য আঘাত পাইলেই বায়ুমণ্ডলেও এক প্রকার তরঙ্গ উঠে, এই বায়ু তরঙ্গ শব্দ উৎপত্তির কারণ।

১৪। মাখনে জলীয় ভাগ বেশী ও "কেজিন" নামক পদার্থ থাকে, ঘৃতে জলেব অংশ নাই।

১৫। বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। দুইটিই অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র।

১৬। পচা জায়গা ইত্যাদি হইতে একপ্রকার বাষ্প উঠে তাহা বায়ু সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে ইহাকেই আলেয়া বলে।

১৭। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যখন চন্দ্র আসে, তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িয়া সূর্য্যগ্রহণ ঘটায়, সেই রূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন পৃথিবী আসে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে চন্দ্র গ্রহণ হয়।

১৮। সামুদ্রিক রক্তবর্ণ কীট।

১৯। সমুদ্র তলে ঝিনুকের বুকে যদি কোন রূপে বালি কি অন্য কোন সূক্ষ্ম পদার্থ আসিয়া লাগে সে পদার্থের উপর ঝিনুকের নিজ অঙ্গে রস জমিয়া জমিয়া মুক্তার সৃষ্টি করে।

২০। এক প্রকার সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল।

২১। ২১২ ডিগ্রী ফার্ণহিট।

২২। ৩২ ডিগ্রী ফার্ণহিট।

২৩। বায়ু মধ্যে চারিভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন বাষ্প মিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহা ভিন্ন অঙ্গারাম্ল, জল

বাষ্প এমোনিয়া প্রভৃতি বাষ্প ও বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

২৪। ইথর নামক পদার্থে আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত। এই ইথরের উপর সূর্য্যের নীল রঙ প্রতিবিম্বিত হইয়া আকাশ নীল দেখায়।

২৫। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে দেড় লক্ষেরও অধিক ধূলি কণা আছে।

২৬। খাদ্য প্রাণ, যে পদার্থ প্রাণকে সতেজ রাখে তাহারই নাম "ভাইটামিন"।

২৭। রক্তে	শতকরা	৭৯	ভাগ	জল
মস্তিস্কে	,,	৮০	,,	,,
মাংসপেশীতে	,,	৮০	,,	,,
অস্থিতে	,,	১০	,,	,,

২৮। সূর্য্যের আলোতে সাত রকমের রঙ আছে।

১। লাল (Red), ২। কমলা (Orange), ৩। হলদে (Yellow), ৪। সবুজ (Green), ৫। নীল (Blue), ৬। ঘোর নীল (Indigo), ৭। বেগুনী (Violet)।

২৯। সাতটি দৃশ্য বর্ণ ভিন্ন সূর্য্যালোকে আরও দুই বর্ণের অদৃশ্য রশ্মি আছে। সূর্য্যের লাল রঙের আলোর পার্শ্বে যদি একটা উত্তাপ পরীক্ষার যন্ত্র রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে যন্ত্রে উত্তাপ বাড়িতেছে, সেই জন্য এই লাল রঙের পার্শ্বে যে রশ্মি গুলি থাকে তাহাকে ইংরাজীতে Infra Red Rays বলে। সেইরূপ বেগুনি

রঙের পার্শ্বে যে রশ্মি গুলি আছে তাহার ইংরাজী নাম "Ultra violet Rays"।

৩০। রক্তে হিমোগ্লোবিন নামক রক্তবর্ণ পদার্থ আছে বলিয়া রক্তের বর্ণ লাল হয়।

৩১। বৃষ্টির জলের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ধূলি কণা ও জীবাণু মিশ্রিত থাকে।

ঝর্ণার জলে নানাবিধ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। পানীয় হিসাবে বৃষ্টির জল হইতে ঝরণার জল বেশী পরিচ্ছন্ন।

৩২। কষ্টিক সোডা, তৈল, চর্ব্বি ইত্যাদি।

৬ নং প্রশ্নমালা—বিবিধ

১। যশোর জেলার সাগরদাড়ি পল্লীতে

২। চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে।

৩। "বৃত্রসংহার"।

৪। "আলালের ঘরের দুলাল"

৫। আনন্দ মঠের "মহেন্দ্রের"

৬। "বৈকুণ্ঠের উইল"

৭। "শ্রীকান্ত"

৮। ইংলণ্ডের "ষ্ট্রেফোর্ড অন এভন" সহরে।

৯। গলক্ষত রোগে।

১০। "সাজাহান"।

১১। ভারতচন্দ্রের।

১২। "গীতগোবিন্দ"।

১৩। পাঁচালী।

১৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

১৫। বিদ্যাপতির বাড়ী মিথিলায়।
চণ্ডীদাসের বাড়ী নান্নূর গ্রামে।

১৬। আজু গোঁসাই।

১৭। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের।

১৮। টেনিসন।

১৯। মহারাজ নন্দকুমার।

২০। নসীপুরের রাজারা।

২১। কলিকাতার শোভাবাজারের রাজারা।

২২। রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া।

২৩। যে সব মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী বাঙলা লুণ্ঠন করিতে আসিত।

২৪। নাটোরের রাজবংশের।

২৫। ৪৪ হাত।

২৬। Leg before wickct।

২৭। দৌড়িবার সময় এক ব্যাট পরিমাণ উইকেটের সান্নিধ্যে আসিতে না পারিলে।

২৮। জোরে বলে আঘাত করার পর বল মাটিতে লাগিয়া শূন্যে উঠিলে Bump Ball হয়।

২৯। যে বারের overএ কোন রাণ হয় না।

৩০। গোলের খুঁটির কাছে একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই সীমার মধ্যে আক্রমণকারী দলকে অন্যায় ভাবে আটকাইলে কিংবা গোল কিপার ভিন্ন অন্য কোন খেলুয়াড় হস্ত দ্বারা বল আটকাইলে পিনালটি দেওয়া হয়।

৩১। ব্যাক দ্বয়কে অতিক্রম করিয়া যদি বিপক্ষ দলের কোন ক্রিড়াকারী আগাইয়া থাকিয়া গোল করিবার চেষ্টা করে তখন অফ সাইড্ ডাকা হয়।

৩২। গোল লাইন দিয়া বল ছুঁড়িয়া দিয়া আত্ম রক্ষা করিলে, কর্ণার দেওয়া হয়।

৩৩। বল থ্রো করিবার সময় পায়ের গোড়ালি উঁচুতে তুলিলে ফাউল থ্রো হয়।

৩৪। সমস্ত রেলওয়ে ও বাঙালা ভিন্ন ভারতের অন্য সব প্রদেশে এই সময় রাখা হয়। ইহা কলিকাতার সময় হইতে ২৪ মিনিট পশ্চাতে।

৩৫। বোম্বাইয়ে—১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড।
রেঙ্গুণে—১২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ১২ সেকেণ্ড।

৩৬। মাদ্রাজের।

৩৭। কাশ্মীরের।

৩৮। তিনি নিজেই স্ত্রী লোক। তাঁর প্রকৃত নাম "মেরী-আন ইভান্স"।

৩৯। ভিক্টর হিউগো। ফ্রান্স।

৪০। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক—উইলিয়ম-কেরী।

৪১। পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন।

৪২। বাহ্মণ বংশে।

৪৩। অষ্ট্রিয়ায়।

৪৪। ভারতের বড় লাট। বৎসরে ২,৫৮০০০ টাকা বেতন পান।

৪৫। সিন্ধু প্রদেশে বৎসবে মাত্র ৬.৫ ইঞ্চি।

৪৬। যেবার ধ্বংসের সময় যাঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উপবীত ওজনে ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। চিঠির পশ্চাতে ৭৪॥ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে যাঁর কাছে পত্র দেওয়া হইয়াছে তিনি ভিন্ন যে ব্যক্তি এই চিঠি খুলিবেন, তাহার ৭৪॥ মণ পৈতাধারী ব্রাহ্মণ হত্যার পাতক হইবে।

৪৭। টমাস ষ্টিফেনস্।

৪৮। চন্দ্রনগর।

৪৯। ১৬ই জুন ১৯২৫।

৫০। ২রা অক্টোবর ১৮৬৯।

৫১। ৬ই মে ১৮৬১।

৫২। ২৫ শে মে ১৯২৪।

৫৩। ২৯শে জুলাই ১৮৯১।

৫৪। ৭ই আগষ্ট ১৯২১।

৫৫। শতকরা মাত্র আটজন লেখা পড়া জানে।

৫৬। শতকরা ৯৯'৬৬ জন লেখা পড়া জানে

৫৭। বৈদ্য জাতি। শত করা ৯২ জন।

—সমাপ্ত—